LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassine
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

The only Bangladeshi Newspaper in Australia

Suprovat Sydney, February-2023, Volume-15, No-02 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

সুপ্রভাত সিডনির দ্বিতীয় প্রকাশনী উৎসব '২৩

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি গত ২৮শে জানুয়ারি ২০৩ শনিবার Extra crispy chicken ল্যাকেম্বায় ফাংশন রুমে এক মনোজ্ঞ প্রকাশনী উৎসবের আয়োজন করে। ইসলামী জ্ঞান আহরণ করা প্রতিটি নর নারীর জন্য আল্লাহ্পাক ফরজ করেছেন। সারাজীবনের সংগ্রহ থেকে উম্মতে মোহাম্মদের জন্য ছোট একটি উপহার এ তিনটি বই। সুপ্রভাত সিডনির নিয়মিত লেখক, কবি, সাহিত্যিক,কলামিস্ট, একাডেমিক ও বিভিন্ন গুণীজন ও কমিউনিটি লিডারদেরকে নিয়ে এ প্রকাশনী উৎসবের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি কম্পাইল করে প্রকাশ করেছে এবার ৩টি বই। সুপ্রভাত সিডনি প্রায় ১৫ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে কমিউনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে। সুপ্রভাত সিডনি অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম মিডিয়া যারা এর আগেও সুপ্রভাত সিডনি সাহিত্য সমগ্র -১ নামে একটি বই প্রকাশ করে কমিউনিটিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুদীর্ঘ এই বছরগুলোতে অগণিত পাঠক আর লেখকদের স্নিগ্ধ ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, একান্ত মৌলিক লেখা সবার সামনে উপস্থাপনের আপ্রাণ প্রয়াসের সার্থক রুপায়নের মাধ্যমে পঞ্চম বর্ষে সুপ্রভাত সিডনির প্রথম প্রকাশনা। আর এতদিনের এসব মৌলিক লেখাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সাহিত্যের অঙ্গনের বাছাইকৃত কিয়দাংশের সংকলিত রূপ হচ্ছে এই - 'সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রঃ ০১।

বইগুলোর উপর বিশেষ আলোকপাত করে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করবেন সিনিয়র লেকচারার শিবলী আব্দুল্লাহ,সিনিয়র লেকচারার ও কো অর্ডিনেটর একাউন্টিং এন্ড বিজনেস স্টাডিস -চার্লস স্ট্যার্ট ইউনিভার্সিটি। তাছাড়া তিনি গবেষক ও লেখক এবং কলামিস্ট। সদস্য- মুসলিম কমিউনিটি কোর টীম, সিডনি এলায়েন্স। মানববাধিকার কর্মী ও একজন জননন্দিত এমসি এবং সংগঠক।

লেখক সাইদুর রহমান খুব সংক্ষেপে বই সম্পর্কে কিছু কথা বলেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জাপান করেন।

লেখক সাইদুর রহমান খান সম্পর্কে কিছু কথা আমাদের জানা উচিত : উনার জন্ম ১৯৪৮ সালে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার বেরুয়া গ্রামে। পড়াশুনা করেন প্রাইমারি *৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

একুশে চেতনার কিছু দলিল
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-৬

বিএনপি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ৫ ফেব্রুয়ারি
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-১১

সিডনিতে একজন বাংলাদেশির লাশ
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-১৫

গুণীজন হিসেবে স্মারক পেলেন মুন্না
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-১৯

RSS LAWYERS
Solicitors & Barristers
Lakemba: Suite 2A, Level 1, 108 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Minto: Suite 3, 10 Redfern Road, Minto NSW 2566 (By appointment only)
T: 02 8712 7913 M: 0468 683 138,
E: info@rsslawyers.com.au W: rsslawyers.com.au
AREAS OF PRACTICE
- Conveyancing of Residential & Commercial Property
- Traffic & Criminal Law
- Family Law - Wills & Probate
- Business & Commercial Law

Rubel Miah
Principal Solicitor
All posted correspondence to PO Box: 1209, Lakemba NSW 2195
Copyright protected by Suprovat Sydney

অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়মিত প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা শুভানুধ্যায়ীসহ কমিউনিটির সবাইকে মহান ২১ ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud Md Rashedul Islam

SStv Live Streaming
Noman Masum, Mohammed Zakir Hossain

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

১৯ জানুয়ারী ২০২৩, বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেনের পদত্যাগের আকস্মিক ঘোষণায় পুরো বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ডেইরি সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশী দেশটির এই প্রধানমন্ত্রী তার মানবিক ভূমিকার জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মতোই পৃথিবীজুড়ে জনপ্রিয়। পাশাপাশি নিজ দেশেও তার জনপ্রিয়তার অভাব নেই। এ কারণেই তিনি ২০২০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো কোয়ালিশন সরকার গঠন এবং ২০২০ সালে দ্বিতীয় টার্মে একক সরকার গঠনের পর আসন্ন ২০২৩ এর নির্বাচনেও তার বিজয়ের প্রচুর সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু এমন এক সময়ে তিনি ঘোষণা দিলেন আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখের পর তিনি দলীয় প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এর ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকেও সরে দাঁড়াবেন তবে অক্টোবরের নির্বাচন পর্যন্ত নিজ দলীয় আসনে এমপি হিসেবে কাজ করবেন।

এই ঘোষণার ফলে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির ডেপুটি নেতা এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ক্রিস হিপকিনস দলীয় নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হবেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সী জেসিন্ডার গতিশীল ও প্রজ্ঞাময় নেতৃত্ব প্রদান ও নিজ উদ্যোগে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর ৪৪ বছর বয়সী ক্রিস হিপকিন দেশটির প্রধান নির্বাহীর পদে কাজ করতে যাচ্ছেন, এই ঘটনাবলী থেকে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে সত্তর-আশি বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বংশানুক্রমিক নেতারা দল ও রাষ্ট্রের পদ থেকে মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত সরে না, সেই দেশের মানুষদের শেখার ও ঈর্ষা করার মতো বিষয় রয়েছে। দল ও রাষ্ট্রের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে জেসিন্ডা বলেছেন এই পদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু এখন তিনি পরিবার ও নিকটজনদেরকে সময় দিতে চান।

২০১৭ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জেসিন্ডা কোভিড মহামারীর সময় দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সময়েই ক্রাইস্টচার্চ শহরে দুইটি মসজিদে উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদী সন্ত্রাসীর হামলায় মুসলিম মুসল্লিদের গণহত্যা ঘটেছে। এইসব ঘটনাবলীতে তার নিখাদ মানবিক ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম যেমনিভাবে সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে, তেমনিভাবে শ্বেতাঙ্গবাদী সন্ত্রাসী এবং এন্টি ভ্যাক্সার ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তিনি অনেকবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে তার জীবনের প্রতি হুমকির মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সমস্ত খবর ও ঘটনা যখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, নিউজিল্যান্ডের এই প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম, চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলো থেকে বাংলাদেশের মানুষদের অনেক কিছুই শেখার আছে। বাংলাদেশে কেউ প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ পেলে তা আর কখনোই ছাড়তে চায়না, বরং সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো দেশের ও জনগণের ঘাড়ে চড়ে বসে। এই সিন্দাবাদের দৈত্যরা কিছুদিন পর পর ডাহা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় অমুক বয়সের পর রাজনীতি থেকে অবসর নেবো, তমুক বয়সের পর পদ ছেড়ে দেবো এবং তখন তাদের চাটুকার দুর্নীতিবাজের দল দেশজুড়ে মরাকান্না শুরু করে উনার বিকল্প নাই এখন দেশের কি হবে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত মূলত তাঁর দেশের মানুষের নেতা বাছাই করার ক্ষমতার প্রতি সম্মান এবং গতিশীল নেতৃত্বের চর্চার একটি বহিঃপ্রকাশ যেখানে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে নেতারা হয়ে যায় নব্য ঐপনিবেশিক মালিক ও জনগণ ওখানে ক্রীতদাসের ভূমিকায় জীবন যাপন করে।

আমরা শোকাহত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি প্রবাসী সাদ্দাম খান (৩৫) গত ২৮ জানুয়ারি (শনিবার) ২০২৩, রাত ১০:১৫ মিনিটে ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

বাংলাদেশে সপরিবারের বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন রেস্তরায় খেয়ে মারাত্মক অগ্ন্যাশয় ইনফেকশনে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে আইসিইউ-তে প্রায় ১২ দিন লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। তার জ্ঞান ফিরে এলে কিছুটা সুস্থ্য হয়েও উঠেছিলেন। ২৮ জানুয়ারি (শনিবার) ২০২৩, রাত ১০:১৫ মিনিটে ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহপাক উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন (আমিন) । সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে শোকতপ্ত পরিবারের জন্য রইল গভীর সমবেদনা।

চুয়েটিয়ান অস্ট্রেলিয়ার বিজয় উৎসব উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৭ ডিসেম্বর (শনিবার) Greenacre এলাকার প্যারী পার্কে ৫১তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চুয়েটিয়ান অস্ট্রেলিয়া উদ্যোগে `বিজয় উৎসব ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ড. প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুইন্সল্যান্ড প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চুয়েটিয়ান ড. আজহারুল করিম।

সারাদিনব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবে ছিল শিশু-কিশোরদের স্বাধীনতার বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রাঙ্কন ও যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা, স্বামী-স্ত্রী জুটির জন্য চকলেট দৌড়, বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তাপ ছড়ানো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

এবং প্রেসিডেন্টস কাপ ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। ফুটবল ম্যাচে ১-০ গোলে অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে বাংলাদেশ একাদশ। খেলার MVP (Most Valuable Player) নির্বাচিত হন ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক প্রকৌশলী আবুল হোসন শাবু। অন্যদিকে তুমুল প্রতিযোগিতা মধ্যে ১০০ মিটার দৌড়ে দ্রুততম চুয়েটিয়ানের শিরোপা অর্জন করেন প্রকৌশলী সাদবিন।

বিজয় উৎসবের অন্যতম স্পন্সর ছিলেন ফরেক্স ট্রেডিংয়ের সত্ত্বাধিকারী প্রকৌশলী নেজাম উদ্দীন ও প্রকৌশলী ফজলে আলীম। আগামীতে আরো বড় আকারে বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন সংগঠনের সভাপতি ড. মামুন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

HEALTHY SNACKS FOR KIDS

Columnist Nozaina

Snack time is the best opportunity to add some extra nutrients to a kid's diet. Growing kids may get hungry between meals. Instead of giving them unhealthy processed food, fill your kid's tummy with natural food. Packed snacks are unhealthy and full of added sugar, artificial ingredients, and refined flour. Whole food provides nutrients and energy. Kids do not like to eat the same thing over and over again. Having a list of healthy snacks does not allow your kid to go for processed cookies, crackers, and chips all the time. You can offer more snack food options by having more snack food ideas. A kid can choose snacks that are good to eat. Let's discuss the recipes and benefits of healthy snacks.

Fruit Smoothie

Fruit smoothie is a good option. A small snack full of nutrients. Avoid fruit juices. Use fresh whole fruits. You can also add some veggies to a smoothie. Due to the sweetness of fruits, your kid even does not realize, there are veggies in a smoothie. You can try countless combinations of fruits for a smoothie, such as a mango peach smoothie, blueberry muffin green smoothie, mango Pina colada smoothie, strawberry banana smoothie, blueberry smoothie, chocolate smoothie, carrot, and orange smoothie, etc.

Mango Peach Smoothie

Peaches and mangoes make a dairy-free and refreshing smoothie that your kid wants to take again and again.

- One cup of diced peaches
- One cup of chopped mango
- ½ teaspoon of vanilla extract
- 1 ½ cups of almond milk

Add all ingredients to a blender. Blend until smooth.

Boiled Egg

Eggs are excellent snacks for kids because they provide high-quality protein, and numerous minerals and nutrients, including selenium, riboflavin, and vitamin B12. Eggs also contain zeaxanthin and lutein, which are beneficial for eye health. They are a great source of choline that is necessary for brain functioning.

Baked Sweet Potatoes Fries

Sweet potatoes are a great source of Beta-carotene. Beta-carotene is converted by the body into vitamin A. It contributes to healthy skin and eyes. Homemade baked potatoes are a nutritious alternative to French fries.

Baked Sweet Potatoes Fries

- One teaspoon of olive oil
- One fresh sweet potato
- Sea salt

Peel and slice the sweet potatoes. Toss the slices in olive oil and sprinkle some salt. Bake at 220 °C for 20 minutes.

Nut Butter and Whole Grain Crackers

This snack has a good balance of fiber, protein, and carbs. You can make it easily by spreading little nut butter on whole-grain crackers. Choose 100% whole-grain crackers.

Yogurt

Yogurt is rich in protein and calcium. Calcium is good for bone development. It also contains natural bacteria, which is good for the digestive system. Always choose homemade fresh yogurt.

Oatmeal

Oatmeal is a healthy breakfast for your kid. It is rich in soluble fiber which increases the number of good bacteria in the digestive system. Do not use flavored packets always prefer whole oats. You can add some diced apples for sweetness and a pinch of cinnamon.

Veggie Pita Pockets

Vegetables are rich in vitamins and minerals. Some kids do not prefer to eat vegetables, but if you make it fun for them. They are more likely to try. Spread some hummus on a whole wheat pita and fill it with some raw vegetables such as carrots, bell pepper, cucumber, and lettuce, or let your kid pick some veggies and fill the pita.

Banana Oat Cookies

Banana oat cookies are full of nutrients. Mashed bananas add sweetness to cookies. Do not use refined sugar as a sweetener. Refined sugars cause many problems in kids, such as the increased risk of type 2 diabetes, obesity, and heart disease.

Banana Oat Cookies

- Two cups of rolled oats
- Three ripe bananas
- 1/3 cup of coconut oil
- One teaspoon of vanilla
- ½ cup of dried fruits
- One small bunch of kale
- ¼ teaspoon of salt

Wash the kale thoroughly and dry it. Cut it into pieces. Toss it in garlic powder, salt, and olive. Spread it on a cookie sheet and bake for 15-20 minutes at 175 °C.

Energy Balls

Energy balls are made with nutritious whole ingredients. They are a healthy alternative to commercial granola bars.

Energy balls

- ½ cup of ground flaxseeds
- One cup of oats
- ½ cup of almond butter
- ½ teaspoon of vanilla
- ½ cup of dried fruits
- 1/3 cup of unfiltered honey

Mix all the ingredients in a bowl. Make small balls and refrigerate.

Fruit Popsicles

Frozen fruit popsicles are a yummy and healthy option for kids. You can easily make it at home. Blend a small amount of fruit juice and frozen fruit such as berries in a blender. Pour the mixture into popsicle molds. Cover with foil and insert a popsicle stick in a popsicle. Freeze overnight.

A Piece of Fruit

A piece of fruit is one of the most common and easiest snacks for a kid. Fruits are a rich source of fiber and essential nutrients. Plum, bananas, apples, pears, grapes, and many other fruits can be used for grab-and-go snacks. You can also cut fruits, such as pineapple and mango, and store them in small containers for use.

Cheese

Cheese is a great source of selenium, vitamin B12, calcium, and protein. Vitamin B12 is best for the growth and development of the brain. You can serve a piece of the cheese itself or use it as a spread on whole-grain toast. You can also top it with dried or fresh fruits.

Kale chips

Kale is a superfood, low in calories and packed with nutrients. One cup of kale can provide all the vitamins K, A, and C, that kids need in a day. Kids do not like to eat raw kale. Kale chips are a healthy and tasty snack for kids.

Kale chips

- One teaspoon of garlic powder
- One teaspoon of olive oil

Mix all ingredients in a bowl and place a spoon full of mixture on greased cookie sheet. Bake at 150 °C for 15-20 minutes.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2023
Year-15

সুপ্রভাত সিডনির দ্বিতীয় প্রকাশনী উৎসব '২৩

১ম পৃষ্ঠার পর

ও হাইস্কুল -নিজ এলাকায় গাজীপুরে। ১৯৬৮ সালে টেক্সটাইল ইনিস্টিটিউট ,তেজগাঁও ঢাকা থেকে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি (যা নাকি ডিগ্রি সমমানের,৫বছরের কোর্স), তারপর ইসলামিক ইনস্টিটিউট অফ চিটাগাং ও ঢাকা থেকে ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতোকত্তোর (ডিগ্রি) অর্জন করেন।

১৯৭৮ সালে পাটকল ব্যবস্থাপকদের জন্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ট্রেনিং কোর্স আই ,বি,এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পন্ন করেন।

১৯৬৮ -১৯৭১ সালে ষ্টার জুট মিলসে সুপারভাইজার পদে যোগ দেন। দেশের সনাম ধন্য ১১টি জুট মিলে অত্তান্ত কৃতিত্বের সাথে কাজ করেন।

১৯৮১ সালে পাটের তৈরী বিভিন্ন পণ্যের বাজার সরজমিনে যাচাইয়ের জন্য উগান্ডা,জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে,মোজাম্বিক,কঙ্গো, ব্রাজাভিল,ও আইভরিকোস্ট সফর করেন।

১৯৯৮-২০০২ সাল পর্যন্ত আদমজী জুট মিলের নির্বাহী পরিচালক থাকা অবস্থায় উনার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের ইতি টানেন।

সমাজ সেবায়তেও উনার ছিল অবদান, লায়ন্স ক্লাবের আজীবন সদস্য,জাতীয় যক্ষা ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমিতি-প্রতিষ্টাতা সভাপতি,বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এতিম খানার সহযোগিতায় ছিলেন অগ্রগামী।

১৯৬ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক তিনি অস্ট্রেলিয়া আসেন ২০১০ সালে এবং সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। উনার শখ হচ্ছে বই পড়া ও বই কালেকশন , খেলা দুলা ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করে আয়াত সাইফ খান । অনুষ্ঠানটি সাবলীলভাবে পরিচালনা করেন সুপ্রভাত সিডনির রিপোর্টার মোঃ গোলাম মোস্তফা, লাইভ ব্রুডকাস্টে ছিলেন জসিম আহমেদ। অন্যান্যদের ভিতর উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র লেকচারার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি শিবলী আব্দুল্লাহ, শিক্ষাবিদ আরিফুর রহমান খাদেম, ক্যাম্পবেলটাউন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ড.ইলিয়াস,বাংলাদেশের জীবিত কিংবদন্তির নায়ক আপেল মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জিল্লুর রশিদ ভুইয়া,রাশেদ খান ও কমিউনিটি লীডার কুদরত উল্লা লিটন, মোসলেহউদ্দিন আরিফ। বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার নেতা হোসেন আরজু ও মনজুরুল আলম বুলুসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কবি ও লেখক বেলাল মাসুদ, আসিফ ইকবাল ও ড. ফারুক আমিন, সম্পাদক সুপ্রভাত সিডনি।

বইটির মোড়ক উন্মোচন ও অনুষ্টানের সভাপতিত্ব করেন সুপ্রভাত সিডনি মিডিয়া গ্রুপের সিইও আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা করেন মো গোলাম মোস্তফা। লেখকের পরিবার, ছেলে মেয়েও উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহ সুবহান তায়ালা ও রাসূল (সা:) এর উপর এ ধরনের গুরুত্তপূর্ণ ৩টি বই কম্পাইল করে নিঃসন্দেহে অনেক সোয়াবের কাজ করেছেন, আল্লাহ পাক উনার এ ত্যাগ পরিশ্রমকে পুরোপুরি কবুল করুক -এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

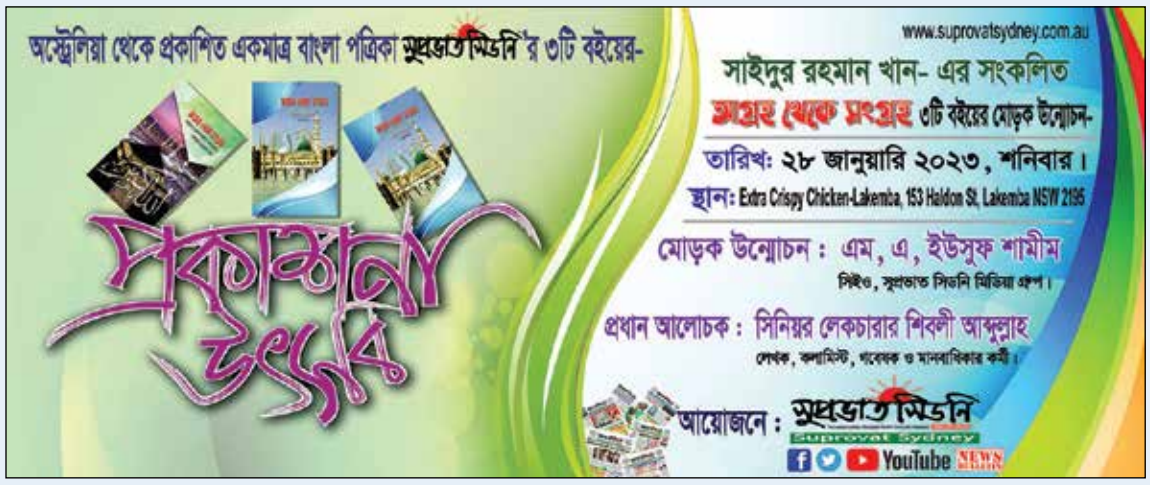

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

Arts minister rules out big fixes

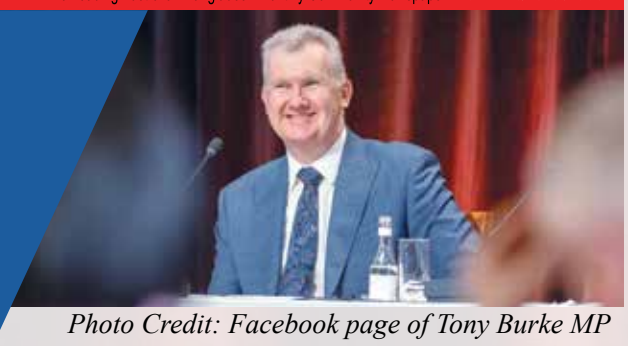

Photo Credit: Facebook page of Tony Burke MP

Australia's major art institutions and museums which have experienced "systematic underfunding" will be excluded from the Albanese government's new national cultural policy.

At the Woodford Folk Festival in Queensland on Friday Arts Minister Tony Burke revealed details of the government's cultural policy which will be unveiled on January 30.

"We've had 10 years where from government a culture war was waged," he told festival goers.

"Leave Woodford on the first or second of the new year knowing that in 2023 the culture war is over and cultural policy is ready to begin."

Australian Associated Press, published on The Canberra Times on 30 December 2022

Mr Burke said institutions including the National Museum of Australia, national gallery and archives will not be in the policy.

He hinted that funding issues would be dealt with in the federal budget.

"You would have seen a lot of ... justified outcry about the cultural institutions and collecting institutions ... you will have seen a lot of problems here with systematic underfunding," he said.

"There will be major decisions that the government will take in dealing with those challenges."

Mr Burke said the nation's TV and film industry faced an "automatic structural disadvantage" because it is English-speaking and has a small population, meaning overseas content was cheaper to produce.

"The only way you fix that disadvantage is with Australian content quotas," he said.

The arts minister said streaming services Stan and Netflix have "great Australian content" but do not have quotas as Foxtel does.

Mr Burke vowed to treat "artists as workers" and said laws needed to be kept up to date to ensure fair remuneration for authors in the digital age, who did not receive royalties when e-books were borrowed.

It's been a big year for the Albanese Labor Government and when it comes to Employment and Workplace Relations I could not be prouder of what we have achieved for Australians.

As Minister the first piece of legislation I brought to Parliament was 10 days of paid family and domestic violence leave for all workers, including casuals. These new laws start soon and will quite literally save lives.

Working in aged care and providing care for our loved ones is a hard and complex job. So we submitted a bid to the Fair Work Commission to get better pay for aged care workers - and it's going to happen.

We also passed our Secure Jobs, Better Pay legislation. After a decade of stagnant pay under the Liberals and Nationals we made a commitment to get wages moving - and that's what we're delivering.

We've been in Government for just 7 months. There's a lot more to come.

From 'Tony Burke MP' Facebook page, published on 29 December 2022.

Relive some of our greatest hits as an Albanese Labor Government with our So Fresh hits of 2022.

From 'Tony Burke MP' Facebook page, published on 18 January 2023.

Death of Renée Geyer

Australia has lost an incredible voice and talent today with the passing of Renée Geyer, at the age of 69.

Renée was a legend, a pioneer, and as authentic as they come.

From her early years performing with jazz-rock group Sun, to her highly successful solo career, Renée entertained Australians and the world for more than 50 years.

Renée cemented her status as a legend with her induction into the ARIA Hall of Fame in 2005 and when she received the Lifetime Achievement Award at the inaugural Australian Women in Music Awards.

It was at the 2019 AWMA that I last saw Renée perform, one year after receiving her Lifetime Achievement Award.

More than four decades after entering the charts, her voice was as powerful and captivating as ever.

Australia and Australian music are so much richer for having heard it.

My thoughts are with Renée's family, friends and loved ones at this very difficult time. I extend my deepest sympathies to them as they deal with this terrible news.

Media Release on 17 January 2023.

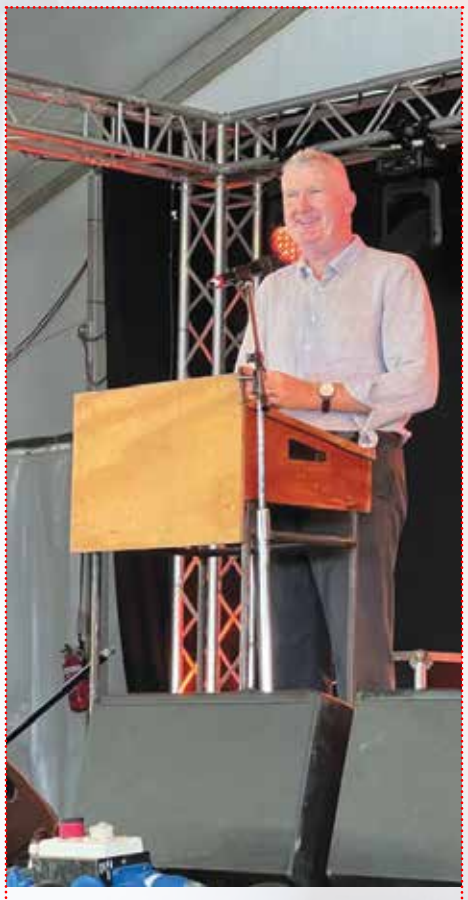

2023 will see the end of the culture war and the beginning of cultural policy.

Over the weekend at Woodford Folk Festival I announced that on the 30th of January Australia will have a national cultural policy again.

From 'Tony Burke MP' Facebook page, published on 1 January 2023.

I support a voice to Parliament of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians.

It's time.

From 'Tony Burke MP' Facebook page, published on 5 January 2023.

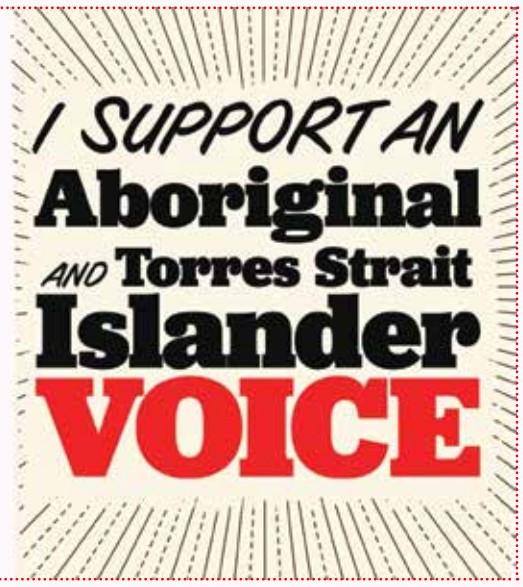

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2023
Year-15

ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

একুশে চেতনার কিছু দলিল

কায়সার আহমেদ

একুশে ফেব্রুয়ারি বলতে ১৯৫২ সালের কেবল দিনটি নয়। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি বলতে সবাই বুঝি পূর্ব-বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তান) ভাষা আন্দোলনের ১৯৫২ সালের সেই তৃতীয় পর্যায়ের সমগ্র ঘটনাবলী, তার চূড়ান্ত আলোড়ন। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংগঠিত দাবি ও আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ঐ দিন প্রথম গুলি চালানো হয়েছিলো, তাতে কয়েকটি অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছিলো, অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তাই গভীর বেদনায়, মহিমায় ও পবিত্র আবেগে ঐ তারিখটি ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। একুশে ফেব্রুয়ারি'র শহীদদের সেই আত্মদান একটা কিংবদন্তীর রূপ লাভ করে। বিশেষ তারিখ তো বটেই, কিন্তু আজ একটা অভিধা বা প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি র ঢাকা শহরের ঘটনা একটি ভূ-খন্ডের একটি মানবগোষ্ঠীর আপন মৌলিক অধিকার আদায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিণাম, কিন্তু এ ছিলো শোষণ আর কায়েমী স্বার্থের অনড় জুলুমশাহির বিরুদ্ধে চিরায়ত মানব-অধিকারের শাশ্বত আন্দোলন ও অভ্যুত্থান। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি এই ভূ-খন্ডের পরবর্তী সকল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান-প্রয়াসে, সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবাদী সৃষ্টি-উদ্যোগের সুস্থ প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই জাগরণ, সেই অগ্রসরতা, সেই বোধের নামই দাড়িয়ে গেছে 'একুশের চেতনা'।

গণ-আজাদী লীগ নামক একটি ক্ষুদ্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সংগঠনটি মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মুসলিম লীগ বামপন্থী অংশের কয়েকজন কর্মী। এর প্রধান নেতা ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ। তিনি ছাড়া আরো যে সকল বামপন্থী প্রগতিবাদী কর্মীরা যুক্ত হয়েছিলে মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। গণ আজাদী লীগের ঘোষণায় স্পষ্টতই বলা হয়ে যে, 'বাংলা আমাদের মাতৃভাষা সেহেতু মাতৃভাভার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হবে, এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে এই সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে "সিভিল লিবার্টিস লীগ' করা হয়।

তবে কামরুদ্দীন আহমদ এর একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৪৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে গণ আজাদী লীগ বা পীপলস ফ্রীডম লীগ গঠিত হয় এবং সংগঠনের প্রথম ম্যানিফেস্টো ইংরেজীতে ছাপানো হয় ৫ই জুলাই ১৯৪৭। এখানে তিনি পূর্বোল্লোখিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও নঈমুদ্দীন, আবুল কাসেম, ফজলুর রহমান (পরে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী), আলী আশরাফ (পরবর্তীতে অধ্যাপক), আব্দুল মুনীম, মোহাম্মদ শওকত আলী, নজমুল করিম (পরবর্তীতে অধ্যাপক), নূরুল হক (পরবর্তীতে অধ্যাপক) এবং আরো অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করার সুপারিশ করা হলে সেটার আলোকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে তারই অনুকরণে বলেন 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে'। তার অভিমতকে ঐ সময়ে ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তার প্রবন্ধে বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারুপে, এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারুপে গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। আররি ও ইংরেজিকেও তিনি অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তার উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখেছিলেন যে, ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ আরবি ভাষাকেই বিশ্বের মুসলমানদের ভাষারূপে গণ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারুপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান ব্যতীত বহু সংখ্যক হিন্দু ও শিখ নাগরিক আছে। অনেকেই এরূপ ধারণার বশবর্তী হয় যে, একটি রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকবে। সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েকটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হয়েছে। ভারতের অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারুপে গণ্য হলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হবে। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক নীতিবিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।

ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি'র সদস্যরূপে শিক্ষাবিদদের আলোচনার জন্য ভাষাশিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার একটি পরিকল্পনাও প্রস্তাব করেন। তিনি তার লেখায় উর্দুর একচ্ছত্র দাবি জোরালোভাবে খন্ডন করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সকল প্রদেশের শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার ব্যবহারের উপরও জোর দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে আমরা ইংরেজকে পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ইংরেজি ত্যাগ করতে পারি না। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের বাহন। ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি হলো ইহা পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের কোন প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন পস্তু, বেলুচী, পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং বাংলা। উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলে মাতৃভাষারূপে চালু নয়। উপরোক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। অধিক সংখ্যক লোকে একটি ভাষা বলে এই অনুযায়ী বাংলা ভাষা বিশ্বভাষার মধ্যে সপ্তম স্থানে। যেখানে বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত সেখানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সভাপতিত্বে পাকিস্তান গণ-পরিষদের শুরু হলে পূর্ব-বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তান) কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনটি ছিলো খসড়া-নিয়ন্ত্রণ প্রণালির ২৯ নম্বর ধারা সম্পর্কে, এ ধারায় বলা হয়েছিলো, পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে উর্দু বা ইংরেতিতে বক্তৃতা করতে হবে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু তুমুল বিতর্কের পর তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। প্রস্তাবটিকে চরম বিরোধীতা করে বক্তব্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে এই উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের দাবিতে এবং তাদের ভাষা হলো উর্দু।

তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কাকে অবশ্যই মুসলিম জাতির ভাষা হতে হবে। তিনি বলেছেন উর্দু মুসলমানদের জাতীয় ভাষা। এখন প্রশ্ন উর্দু মুসলমানদের জাতীয় ভাষা হবার অধিকার তিনি কবে কোথায় পেয়েছিলেন? মোগল শাসনের আমলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংমিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছিলো, তাহাই উর্দু ভাষা -এবং উর্দু ভাষার উন্নতির কালেও ফার্সি ছিলো মোগল দরবারের এবং রাষ্ট্র ভাষা। জনাব লিয়াকত আলী যে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই রাষ্ট্রেই এক নগণ্যসংখ্যক লোক উর্দু ভাষাভাষী। সিন্ধু, সীমান্ত ও পাঞ্জাব উর্দু-ভাষী নয়। কাজেই পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারনের ভাষা জাতীয় ভাষা উর্দু বলিয়া দাবির মধ্যে কোন যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সকল অযৌক্তিক তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মনোভাবের উপরে নিষ্ঠুর আঘাত আনা হয়েছিলো।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও প্রস্তাবের বিপক্ষে বলেন যে উর্দুই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে বলে পূর্ববঙ্গের (পূব-পাকিস্তানের) অধিকাংশ লোকের অভিমত, তাই বাংলাকে সরকারি ভাষা করার কোনই যুক্তি নেই। লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির ম্যান্ডেটের কারণে পূর্ব-বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তানের) কোনো বাঙালি মুসলমান প্রতিনিধিই এই সংশোধনী সমর্থন করতে পারেন নি। ঢাকায় প্রধানত: ছাত্রদের মধ্যে এর ভয়ানক বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়। বাংলাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ, বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তার তীব্র বিরোধীতার খবর ঢাকায় এসে পৌছানো মাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে -- খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের এই অভিমত কবে কোথায় পেলেন?

দুইশত বৎসরের সা্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন যে কাজ করিতে সাহস পায় নাই, স্বাধীন পাকিস্তান তাহা অনায়াসে করে বসলো। বৃটিশ আমলে মুদ্রা, নোট মনি অর্ডার ফরমের উপর বাংলা সসম্মানে স্থান পেয়েছে, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারে এইরুপ নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ স্বাধীন পাকিস্তানে হবে তাহা কেহ কল্পনা করেন নাই।

২৪/০১/২০২৩ তথ্য সূত্র: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,বশির আলহেলাল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

Tommy Smith will race with Van Amersfoort Racing in 2023

Australian Tommy Smith will join the FIA Formula 3 Championship grid in 2023, adding another Aussie name to the list of rising stars in the Formula 1 pathway category.

Smith will race with Van Amersfoort Racing next year, which includes a race on home soil at the Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2023.

The step up to Formula 3 adds another impressive category to his already lengthy racing resume.

Smith has previously raced in Formula 4 in Australia, as well as driving in New Zealand's well-regarded Toyota Racing Series. He also competed in the F3 Asian Championship, where he finished 10th in 2020.

Since then, Smith has competed in the Formula Regional European Championship by Alpine, alongside a three-round appearance in the GB3 Championship. Remaining in GB3 for the 2022 season, Smith collected 18 points-scoring finishes in 24 races, including one victory and another podium placing.

Smith was understandably excited about his 2023 campaign.

"I am absolutely thrilled about this opportunity," Smith told fiaformula3.com.

"Having raced in both FRECA and GB3 championships, stepping up to the FIA F3 feels like the right next move.

"I'm certainly aware that it will be a challenging season in which I will have to learn and adapt continuously, but I am convinced I am taking on this challenge with the right team. VAR's achievements already in their first year competing in FIA F3 are a clear indicator of their level of commitment, and I look very much forward to get started with them and the championship."

Van Amersfoort CEO Rob Niessink welcomed Smith to the team.

"We are excited to have Tommy as part of our driver line-up. He is new to the FIA F3 Championship, but Tommy's time spent in FRECA and GB3 will certainly help him to pick up quickly," Niessink told the Formula 3 website.

"Tommy is very eager to learn and quickly book progress. He showed this positive attitude already in the past and that will help both Tommy and the crew to jumpstart the season. We look very much forward to supporting him in this important next step of his career."

Smith will get his first taste of Formula 3 racing at a February test day, before the opening round in Bahrain on 3-5 March.

Smith will then head to Albert Park for the Formula 1 Rolex Australian Grand Prix on 31 March – 2 April, with the FIA Formula 3 Championship racing at the circuit for the first time.

RED BULL F1 CAR TO TACKLE BATHURST 12 HOUR

The latest addition to the Liqui Moly Bathurst 12 Hour has been announced, with the Formula 1 team Oracle Red Bull Racing to be part of the February event.

The team's Championship winning RB7 will hit the track throughout the weekend in what will be a fascinating addition to the bumper weekend schedule.

The 2011 specification model will be on show both on track and off track, promising fans the best opportunity to see the car up close and hear it tackle the iconic Mount Panorama.

The team and cars will be accessible to the public via their location in the Bathurst 12 Hour paddock, which is free to access for all ticketholders at the event.

The driver of the car for the weekend is yet to be announced, with more details expected in the new year.

Liqui Moly Bathurst 12 Hour Event Director Shane Rudzis said it was a thrill to have the current Manufacturer Champion in Australia for the February event.

"Oracle Red Bull Racing are the current Formula 1 World Champions, so just to have them at the event is a privilege, but to know that the Red Bull Racing Formula 1 car will be lapping Mount Panorama will be something else," Rudzis said.

"This will be a spectacle like nothing we've seen at the 12 Hour before and takes the event to an entirely new level.

"This will be the best opportunity in 2023 for Australian F1 fans to get up close and personal with F1 machinery and an even rarer opportunity to see a Formula 1 car lap Mount Panorama."

The Liqui Moly Bathurst 12 Hour takes place at Mount Panorama on 3-5 February.

সিডনিবাসীর জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

Part of the local community

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek Memorial Park

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশী রিফিউজি অব অস্ট্রেলিয়ার বনভোজন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১লা জানুয়ারি রবিবার ২০২৩ বাংলাদেশী রিফিউজি অব অস্ট্রেলিয়া আয়োজন করে এক বিশেষ বনভোজনের। কর্ম ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে বছরের প্রথম দিন বন্ধুদের নিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এ বনভোজনের আয়োজন করেন সংগঠনের নেতা কর্মীরা। সিডনি থেকে ২ ঘন্টা ৩৪ মিনিট ড্রাইভিং করে পোর্ট স্টিফেনের Anna Bay নামক সবার্বের ইরিস মুর পার্কে পৌঁছে সকলে আনন্দে আত্মহারা। অত্যান্ত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

সকালের নাস্তা, কোমল পানীয় ছাড়াও ছিল দুপুরের চমৎকার সুস্বাধু খাবার। সালাদ, মিষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আইটেম ছিল সকলের পছন্দনীয়। খাবার পর দুপুরের গরমে অনেকেই পানিতে নেমে খানিক্ষন শরীর ঠান্ডা করে নেয়।

এ ধরনের একটি আনন্দময় বনভোজন উপহার দিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ নাসির আহমেদ, সহযোগিতায় ছিল বাচ্চু বাচ্চু, শরীফ প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা মো: আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

Bangladeshi Refugee of Australia Inc.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2023
Year-15

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাংলা একাডেমির নগ্ন হস্তক্ষেপ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

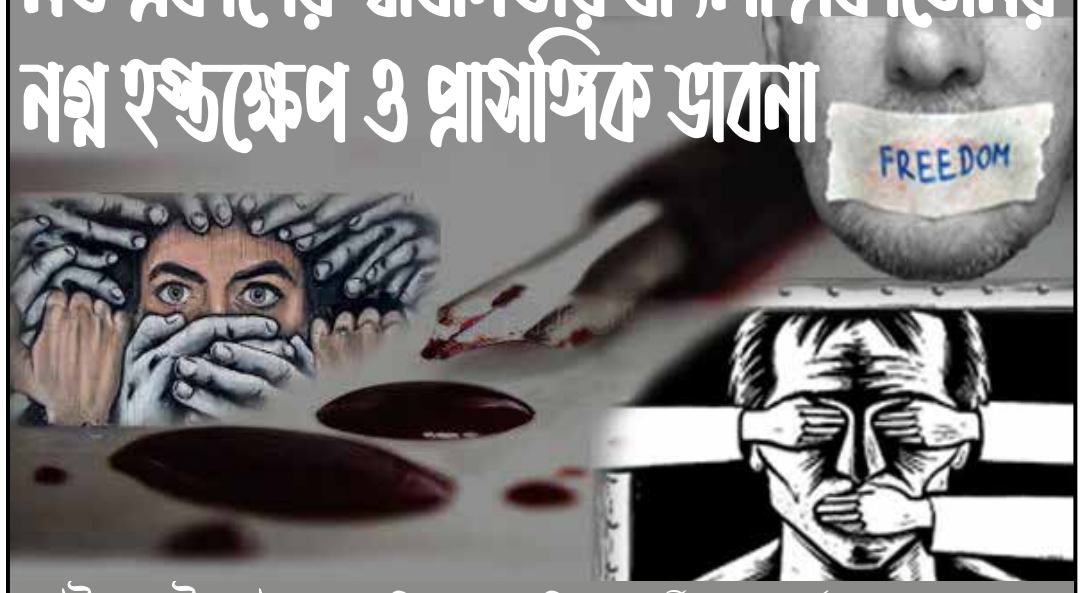

ফাইজুল ইসলাম, মানবাধিকার ও পরিবেশ কর্মী, মেলবোর্ন।

গ্রন্থমেলা ২০২৩ এ আদর্শ প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ না দেবার ঘটনাটিকে অপ্রত্যাশিত কোন আঘাত হিসেবে দেখছি না। বাংলা একাডেমি সহ সবকিছু নষ্টদের অধিকারে গেছে অনেক আগেই। তবে নতুন বছরে সকল রাখঢাকের উপরে উঠে একেবারে নির্লজ্জ হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটি। লিখিত ভাবে কোন কারন দর্শানো ব্যাতিরেকে বরাদ্দ দেয়া হয় নাই আদর্শ প্রকাশনী নামক দেশের অন্যতম শীর্ষ বই প্রকশনার প্রতিষ্ঠানটিকে। দৈনিক সমকাল সুত্রে জানা যায়, ২০১০ সাল থেকে বইমেলায় অংশ নিচ্ছে প্রকাশনী সংস্থাটি। গত বছরের বইমেলায় এ প্রকাশনীর স্টলের সামনে ভিড় সামলাতে পুলিশ প্রশাসনকেও কাজ করতে হয়েছে। অনলাইনে বই বিক্রির প্রতিষ্ঠান 'রকমারি'তে এখন পর্যন্ত প্রকাশনীটির বই বেস্ট সেলের তালিকায়। অপরাধ তারা সরকারের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বয়ানকে যৌক্তিক ভাবে সমালোচনা করে লেখা তিনটি বই প্রকাশ করেছেন। বই তিনটি হচ্ছে ফাহাম আব্দুস সালাম রচিত 'বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে', ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব রচিত 'অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অভাবনীয় কথামালা', ও জিয়া হাসান রচিত 'উন্নয়ন বিভ্রম'। এর মধ্যে ফাহাম আব্দুস সালাম বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বড় মেয়ে শামারুহ মির্জার স্বামী এবং অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। মুক্ত চিন্তার বিকাশে যে বাংলা একাডেমির লড়াই করার কথা সবার পক্ষে সামনে থেকে আজ সেই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেই জনগণকে লড়তে হচ্ছে। আদর্শ প্রকাশনী আইনি লড়াই করতে আদালতের শরনাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু হায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ কি অবশিষ্ট আছে যে ন্যায় ভিত্তিক প্রতিকারের আশা করা যেতে পারে? তবুও নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্মান করে জনগনের দখল ফিরিয়ে আনার জন্য এই আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি জনগনের সোচ্চার ভুমিকা থাকা প্রয়োজন। পদলেহী সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীরা মৌনতার চাদর গায়ে জড়িয়ে নির্লজ্জের মত ঘুরে বেড়াবে মেলা প্রাঙ্গনে। তারা ভাবতে পারছে না জাতির ভবিষ্যতের জন্য এটা কতটা অপরিণামদর্শী। একটি বই দেশ জাতির মানবতার জন্য ক্ষতিকর মনে করলে তাকে আদালতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ নিতে পারত বাংলা একাডেমি। তাই না করে প্রকাশনী সংস্থাকে স্টল বরাদ্দ না করে বইটিকে 'রাজনৈতিক অশ্লীলতা' দোষে দুষ্ট ফতোয়া দেবার এখতিয়ার কি বাংলা একাডেমি আছে নাকি থাকা উচিত? এতে প্রকাশনী সংস্থাটির অন্যান্য বই বিক্রি ও কর্মচারী কর্মকর্তাদের রুটিরুজি ঝুঁকিতে পরে গেছে। আদর্শ প্রকাশনীর পাশে দাড়ানো এখন গণতন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সকলের দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।

আদর্শ প্রকাশনীর উপর করা এই নির্যাতনটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটি দীর্ঘ মেয়াদী বড় চক্রান্তের অংশ। পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশ ভূখণ্ড সহ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে বিজেপি আরএসএস এর হিন্দুত্ববাদী বয়ানে সাজানো হয়েছে। শিশুতোষ এবং ইতিহাস ভিত্তিক সিনেমার আড়ালে মগজ ধোলাই প্রকল্প চালু হয়েছে জোরেশোরে। অথচ যতটা জোড়ালো প্রতিবাদ প্রতিরোধ হওয়া উচিত তা দেখা যাচ্ছে না। হাসিনার তাবেদার সরকার অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে ভিন্নখাতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নতুন প্রজন্মের মগজ ধোলাই প্রকল্প চালু রেখেছে। হুমকিতে পরে যাচ্ছে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড ও এতে বসবাসকারী জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব ও আত্মপরিচয়।

রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রেখে লুটপাট চালিয়ে যেতে মরিয়া হাসিনা সরকার বিশ্বের পরাশক্তি গুলো নিয়ে বিপদজনক খেলাধুলা করছে। চীন রাশিয়া আমেরিকা ও প্রতিবেশী ভারতের কাছে ক্রমেই বিপদজনক ভাবে কখনো প্রিয় কখনো অপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর কারন জনআস্থা হারিয়ে নির্বাচন কারচুপি করে ক্ষমতায় থাকা হাসিনা সরকার বিদেশী শক্তির সাথে অনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করছে। অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে সোচ্চার আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে চাপে ফেলে নিশ্চুপ করতে রাশিয়া ও চীনকে ব্যাবহার করছে। তবে ইতিহাস বলে বাংলাদেশের মত সীমিত সামরিক শক্তির দেশ মূল্যবোধহীন ভাবে পরাশক্তির সাথে সক্ষ্যতা করে দ্বৈত নীতি অবলম্বনের খেলা খেলতে গেলে মারাত্নক ক্ষতির মধ্যে পড়ে যেতে পারে। সকল পরাশক্তির বিশেষ দূতদের ঘনঘন দৌড়ঝাপ আমাদের সেই আশংকার মধ্যেই ফেলে। অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে বিশ্বাসী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠুক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। অনির্বাচিত মধ্যরাতের ভোটের দুর্বল সরকারের কাছ থেকে যা আশা করা যায় না। হাসিনার ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ও চীন প্রীতি এবং আমেরিকার সাথে বৈরিতার প্রবণতা ক্রমেই আরো স্যাংশন সহ ভুরাজনৈতিক ঝুঁকিতে ঠেলে দিচ্ছে বাংলাদেশকে।

অর্থনৈতিক ভাবে নড়বড়ে অবস্থায় বাংলাদেশ। এক বছরে রিজার্ভ কমেছে তের বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ খেলাপি সংস্কৃতির সাথে চরম ডলার সঙ্কট। আমদানির বিপরীতে রপ্তানি ও রেমিটেন্সে গতি ফিরছে না। সাথে লাগামহীন অর্থপাচার। ভাবনা চিন্তা ছাড়াই হাসিনার ছবি দিয়ে টাকা ছাপিয়ে সচল রাখা হচ্ছে সরকারি ব্যায় তথা বেতন ভাতা। ঋণের সুদসহ কিস্তি পরিশোধের অবকাশ কাল শেষ হয়ে চাপ বাড়ছে। এভাবে রিজার্ভ ভেঙ্গে আর কয় মাস চলতে সক্ষম হবে সরকার? উপায়আন্ত না দেখে বিদ্যুৎ গাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের কাধে নিজেদের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সরকার। তার পরেও নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য ও জ্বালানী আমদানি করতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। জনভোগান্তি সীমাহীন। তাই যে কোন সময় ফুঁসে উঠতে পারে জনগন। ভয়ে আবোলতাবোল বলে যাচ্ছে সরকার। কিন্তু মোদ্দা কথায় চলছে না বাংলাদেশ। একটি গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া এই লাইনচ্যুত ট্রেন কিছুতেই সচল থাকবে না। তাই জনগনের সামনে এখন প্রশ্ন একটাই – বসে বসে দেউলিয়া হবার অপেক্ষা নাকি জনগনের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে লুটেরা চোরতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন করা? মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে রাজপথে।

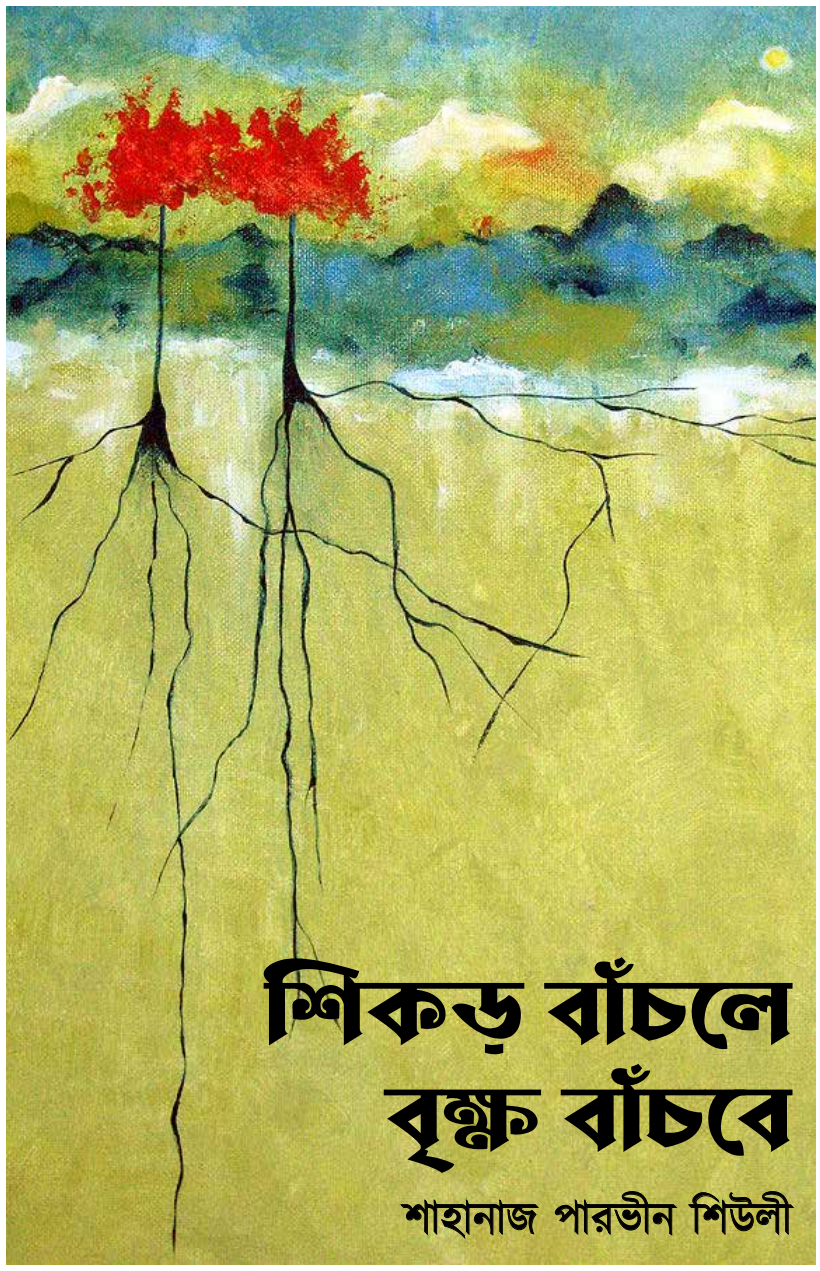

শিকড় বাঁচলে বৃক্ষ বাঁচবে

শাহানাজ পারভীন শিউলী

একটি বৃক্ষের প্রধান উপাদান তার শিকড়। শিকড়ের কাজ হলো মাটির গভীরে যেয়ে রস আশ্বাদন করে শাখা-প্রশাখাকে পরিপুষ্ট করা। বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি কোনো বৃক্ষের শিকড় কেটে ফেলে বৃক্ষের মাথায় পানি দিতে চেষ্টা করি তাহলে বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বোকামী মাত্র। তেমনি একটি দেশের মুল শিকড় তার পরিবার আর তার শাখা-প্রশাখা হলো সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ। সুস্থ পরিবার ব্যতিত একটা দেশ কখনও সুস্থভাবে চলতে পারেনা। আসুন দেখা যাক একটি সুস্থ পরিবার কিভাবে একটি সমৃদ্ধ ও সুস্থ দেশ উপহার দিতে পারে। সাধারণত পরিবার বলতে আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, ফুফি একত্রে বসবাস করাকে বুঝি। স্নেহ,মায়া-মমতা, সহযোগিতার বন্ধন হলো পরিবার। এই পরিবারে রয়েছে দুই ধরনের সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক।

রক্তের সম্পর্ক পরিবারের মেরুদণ্ড। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরদিকে বৈবাহিক সম্পর্ক হলো যৌন সম্পর্ক যেটা বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা সংগঠিত। এখানে সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন করা।

পরিবার সমাজ জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয়। শিশুর লালন পালনের সাথে সাথে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্যা ও আত্মবিকাশের শিক্ষা পরিবারের মধ্যে শুরু হয়। শিশুদের চাল-চলন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক শিক্ষা পরিবার থেকে শিশুমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কারণ, পিতামাতা সন্তান -সন্ততিতে অপত্য স্নেহ ও অনাবিল মমতার বন্ধনে লালন পালন করে। সেই স্নেহ মমতা অলক্ষ্যে সন্তানদের মনে রেখাপাত করে প্রীতির কমল পরশ শিশুমনকে সমৃদ্ধি করে তোলে। ফলে শিশু ধীরে ধীরে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ জীবনের চলার পথে উদরতা,সহনশীলতা, দয়াময়তা, সাধুতা, সততা, সংযম ন্যায়-অন্যায়ের ধারনা প্রভৃতি সুকুমার সামাজিক মুল্যবোধের অধিকারী হয়। যার কারণে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা, বিপদে সাহায্য করা, রোগ-শোকে সেবা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এই অনুভূতিগুলো তার ভিতর বিস্তার লাভ করে। বস্তুত পরিবারই মানবিক মুল্যবোধের উৎস। মুল্যবোধের বিকাশ পরিবারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিবার মানুষের প্রথম ও শেষ আশ্রয়স্থল। পরিবারের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের দীক্ষা চলে। এদের মধ্যে সামাজিকীকরণ অন্যতম দীক্ষা। এখানে ছোট বড়দের মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিদ্যমান। পারিবারিক নিয়মকানুন পরিবারের সকল সদস্যদের মেনে চলা অপরিহার্য। তাদের কথা শোনা, আদেশ মেনে চলা, পরামর্শমত কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশু ও কিশোরদের নাগরিকত্ব প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং নাগরিক কৃষ্টির বিকাশ ঘটতে থাকে।

এসব নিয়ম কানুন মেনে চলতে গিয়ে দুই প্রকারের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ অর্জন করে। সুপ্ত এবং প্রকাশ্য। শিশু-কিশোরগণ যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন পরিবার থেকে অর্জিত তাদের লব্ধ সুপ্ত রাজনৈতিক দীক্ষা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেলামেশার ফলে প্রকাশ্যরূপ লাভ করে। ফলে প্রতিবেশী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে সে সক্রিয়ভাবে সামাজিকীকরণের দীক্ষা লাভ করে। পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চর্চা ও আলাপ আলোচনা হতে বিশেষ ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস শাসক ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে যা কোনো মানুষকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল গঠনে, দলের সদস্য হতে কিংবা কোনো দলকে সমর্থন করতে প্রেরণা যোগায়। এভাবে পারিবারিক সাংস্কৃতি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে ছড়িয়ে গিয়ে গণতান্ত্রিক নাগরিক পরিগ্রহ করে। ***১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

শিকড় বাঁচলে বৃক্ষ বাঁচবে

১০ পৃষ্ঠার পর

ফলে সে একসময় দেশের শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। যার কারণে সে চেষ্টা করলেও তার পারিবারিক শিক্ষার বাইরে কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারেনা। এভাবে সুসভ্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অপরপক্ষে যেসব পরিবারের মধ্যে কোনো বন্ধন বা সুসম্পর্ক নেই সে সব পরিবারের মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা বিশৃঙ্খলা হয়। সাধারণত বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ, মনোমালিন্য ও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ভেঙে পড়তে পারে পরিবার। বাবা-মায়ের চারিত্রিক বৈকল্যের কারণে সন্তানেরা অসামাজিক কার্যকলাপ ঘুষ, দূর্নীতি ও অস্থির মানসিক অবস্থার জন্য সমঝোতার অভাবে পরিবার ভেঙে পড়ে। অনেক সময় বহুবিবাহের কারণেও পরিবার ভেঙে যায়। ফলে ভেঙে পড়া পরিবার তার সদস্যদের সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারেনা। বাবা-মায়ের মধ্যকার বিরূপ সম্পর্ক ছেলে মেয়েদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। পরিবারের সুখ শান্তি বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা অনুশাসন উপেক্ষা করে বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা শুধু নিজ পরিবারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেনা তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনে। পারিবারিক মূল্যবোধ বিবর্জিত ব্যক্তি সমাজে অপকর্মে লিপ্ত হয়। চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, হাইজাক, মাস্তানি, খুন, দুর্নীতি সমস্ত অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র। দুঃখের বিষয় দিনে দিনে পরিবার ভাঙনের তীব্রতর রূপ ধারণ করছে। পরিবারের ভিতর হৃদ্যতার সম্পর্কগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে শিশু-কিশোরদের প্রতি। ফলে শিশু- কিশোররা বেড়ে উঠছে ভগ্ন মস্তিষ্ক নিয়ে। এরাই আবার দেশের কণর্ধার। সুতরাং একটা সুন্দর ও সুস্থ্য দেশ গড়তে হলে পরিবার নামক শিকড়ের দিকে আগে নজর দিতে হবে। তাই আসুন আমরা আমাদের প্রত্যকে স্ব স্ব পরিবারের দিকে নজর দিই। পরিবারের মধ্যে গড়ে তুলি হৃদ্যতার বন্ধন। ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করি পরিবার। শিশু- কিশোরদের নৈতিক শিক্ষায় বড় করি। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলোর মাধ্যমে শিশুদের গড়ে তুলে একটা সুস্থ্য, সুন্দর সমাজ গঠন করি। আর এই সমাজই উপহার দেবে একটি সুস্থ্য দেশ ও জাতি। কারণ, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের রাজনীতি বনাম হিরো আলম

মিজানুর রহমান মুন্সি, ইতালী

রাজার নীতি হল রাজনীতি আর যে রাজার নীতি নেই সেখানে রাজনীতি হতে পারে না, তাই এমন এক দেশ বাংলাদেশ যেখানে নীতিহীনতায় রাজা আর আযোগ্যদের অভয়ারণ্যে রাজনীতির মাঠ।

রাজনীতি চর্চায় পলিটিক্যাল ইনিষ্টিটিউশন না থাকলেও রাজনীতি চর্চায় একসময় বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেয়া হত। শিক্ষার ভিত্তিতে গনতন্ত্র চর্চায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সহ কলেজ সংসদগুলো। ৯০ দশকের পর ক্ষমতাসীনদের একছত্র প্রভাবে বিরোধীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না দেয়ায় রাজনীতি চর্চা যেমন পিছিয়ে গেছে তেমন রাজনীতিতে এখন আর রাজনীতিবিদ নেই। দিনে দিনে নেতাহীন বাংলাদেশ আর নেতৃত্ব সংকটে বাংলাদেশ।

এমন নীতিগত জায়গাগুলো অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে অযোগ্যদের দখলে চলে গেছে।

যার ফলশ্রুতিতে হিরো আলমরা এখন পার্লামেন্ট এম পি হবার স্বপ্ন নিয়ে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে আছে। মমতাজরা রাস্তায় গান গেয়ে হীজরা বা সোসাল মিডিয়াতে ট্রল হয়েও বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। কাউকে ছোট করে নয়, শ্রেনিবিন্যাস যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়, যে গাইবে সে গায়ক যে নাচবে সে নর্তক, যে রাজনীতি করবে সে নেতা এ ভাবে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে বড় হবে তার প্রফেশনাল লাইভ সেভাবেই হবে।

বলে রাখা ভাল, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থ সংকটে ভুগছে অথচ অর্থ মন্ত্রির উপস্থিতি নেই,সেখানে নৌমন্ত্রী অর্থসংকট নিয়ে কথা বলছে, মরহুম মহসীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হয়ে সিগারেট মুখে নিয়ে উন্নয়নের কথা না বলে গান গেয়েছিলেন। পার্লামেন্টে তৈলমর্দনের গান শুনিয়ে মমতাজরা বাংলার তাজ বনে যেতে দেখেছি আর এগুলোর পিছনে হিরো হয়ে আলমদের আগমনি বার্তা জাতীকে হতাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এবার হিরো আলম বিপুল ভোটে জয় লাভ করবে তা তার প্রচারনা এবং বর্তমান রাজনীতির অংক ই বলে দেয়।

আর হিরো আলম এম পি হলে অবাক হব না। কারন বর্তমান রাজনীতিতে হিরো আলমদের জায়গা করে দিয়েছে বর্তমান ক্ষমতালোভিরা।

গত কিছু দিনে বগুরা উপ নির্বাচনে হীর আলমের প্রচার প্রচারনায় সোসাল মিডিয়া সরব। বি এন পি পদত্যাগ করলে সে শুন্য আসনে যারা লড়াই করবে তার মধ্যে হীর আলম এগিয়ে - কারন আওয়ামীলীগ দীর্ঘ্যদিন ক্ষমতায় থাকায় তার জনপ্রিয়তা শুন্যের কোঠায়। বর্তমান রাজনীতিতে বিএনপি ভোটার হিরো আলমকে ভোট দিয়ে আওয়ামিলিগের ভরাডুবি জাতীর কাছে প্রমান করবে বলেই অনেকের ধারনা।

Fishing puts the GREAT in Barrier Reef and how to keep it that way

Not surprisingly the fishing is AMAZING, and hence wetting a line is one of the most popular activities across this massive system.

Reef fish abound and can be caught on basic handlines right up to the latest high tech Micro Jigging. Prized pelagic Fish like Spanish Mackerel, Giant Trevally and others abound. And if mega size is important - there's more giant Marlin over 1000 pounds tagged and released on the Great Barrier Reef than the rest of the world combined!

Quality charter boats operate along the reef from Bundaberg in the South to Cape York in the North. They will catch you quality fish and then some. Popular ports with a variety of charter boats to choose from include Agnes Waters, Whitsundays, Cardwell, Townsville, Cairns and Port Douglas, with plenty more brilliant spots in between.

Locals or visitors bringing up a boat also have a great time fishing the reef.

Having visited the reef since the age of 5 I can say one thing though – we used to not travel as far to catch fish. Slow boats and handlines is all you needed. These days fast boats, high tech sounders/ tackle, and the ability to check weather better have made it easier to fish further and even more effectively. This means we need to be more aware of how to look after the reef.

With an increasing population and the other stresses the reef faces us anglers need to keep learning and refining what is sustainable so we can keep the reef great. Most importantly this means sticking to all the rules. Advances in fishing rules and management are in many cases resulting in better fishing for some fish than in living memory…that's pretty cool!

You see the rules are not just made up by a junior public servant – experienced anglers, commercial fisherman, scientists with a lifelong passion for the reef and stakeholders, all who know their stuff, take great care in getting together and setting size and bag limits that allow fish to breed and maintain a biomass that won't collapse. It's tricky job, but they do it really well. You only have to fish other large reefs in some parts of the world to see what lesser management does.

Fisheries rules are straight forward to abide by – you can get the Queensland Fishing Rule booklet at any tackle shop or online. Before you head out look at the type of fish you are targeting and the rules around them. And re check rules regularly – they change to reflect the dynamic state of fish stocks and the latest research. And don't forget if you catch something you can't identify use my rule "If in doubt – let it back out".

There's also a "little something" known as the Great Barrier Reef Marine Park. It's one of the largest Marine Parks in the world and it was created to help protect and nurture the reef for generations to come.

One of the most important things for anglers to consider in this Marine Park is the zoning. Some zones are off limits to fishing – this allows fish to grow large and breed super successfully. The fertilized eggs disperse and re populate other parts of the reef that need it. Importantly these no fishing zones also protect biodiversity.

Knowing how to avoid these areas and all the other rules of the marine park can be a little daunting at first. Thankfully technology and a wave of brilliant young minds have helped – enter the Free Eye on the Reef App.

The Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) who are responsible for management of the park and enforce the zoning helped develop the App. This app has been around a couple of years and it's BRILLIANT! It shows you where you are on the map, highlighting the zones and the rules that apply to each zone and you don't even need a mobile signal. I urge you to download the latest version from the App Store or Google Play and familiarize yourself with it before you hit the water – it will help you plan your trip and is dead set easy to use!

You can also use your chart plotter to access zoning information, just make sure your chart plotter has the latest maps uploaded. I use the Eye on the Reef App on my phone to cross check with my chart plotter where and how we can fish. You need both because the app is not for navigation, it's the chart plotter that helps you navigate (along with other tools and experience you need to stay safe).

Look at both the app and your chart plotter before your trip when checking the weather, or grab a printed Marine Park Map if you're old school - just like my dad does. Our family has always found that a little bit of time planning on land means you can spend more time having fun on the water.

As anglers we can all make a huge difference in preserving the quality of Fishing and Marine Life on the Great Barrier Reef. So always have the latest copy of Queensland Fisheries Rules and if you're planning a trip north of Bundaberg remember that Great Barrier Reef Marine Park zoning rules apply, so download the app and make sure you know how to use it and follow the rules before heading out on the water.

The fishing on the Great Barrier Reef is brilliant and knowing you are doing the right thing and avoiding the penalties will make your day even more rewarding.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

জেনেটিক কোডিং- আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমান

পর্ব-১

প্রফেসর ড.মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

শুরুতেই পাঠকের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন। বলুন তো, মানুষের পেট থেকে কেন শুধু মানুষের বাচ্চা বের হয়? গরুর পেট থেকে গরুর বাচ্চা, ছাগলের পেট থেকে ছাগলের বাচ্চা, আর মুরগীর পেট থেকে কেন মুরগীর বাচ্চা? মানুষের পেট থেকে কেন গরু বের হয় না? অথবা গরুর পেট থেকে কেন মানুষ বের হয় না? অনেকে বলবেন, এগুলো কোন পশ্ন হলো। মাথা খারাপ নাকি? মানুষের পেট থেকে মানুষ, আর গরুর পেট থেকে গরু জন্ম নিবে এটাই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক।

তাহলে আবার প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আমরা কেমন করে এই কথাটি বললাম। আমি বলব এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিশালী শাখা জেনেটিক্সের উদ্ভব ঘটেছে। এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়েই অনেক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই প্রশ্নের উত্তরের পিছনেই কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে অত্যন্ত গোপন রহস্য এবং মহান সৃষ্টি কর্তার এক সুনিপূণ পরিকল্পনা যাকে ইসলামী পরিভাষায় তাকদীর বা পরিমাপ বলা বলা হয়। এই পরিমাপের কারণেই মানুষ গাছের মতো ক্রমাগত বাড়তে থাকে না; সর্বোচ্চ ৬-৭ ফুট হলেই তার উচ্চতা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। যদি মানুষের উচ্চতা গাছের মতো বাড়তে থাকতো, তাহলে চিন্তা করুন, আমাদের ঘরের ছাদের কি হতো!

প্রতি বছরই ছাদের উচ্চতা বাড়ানো লাগতো, তাই না? প্রত্যেক মানুষ একে অপরের থেকে চেহারার দিক দিয়ে ভিন্ন। কিন্তু অনেকগুলো কালো ছাগল কিন্তু দেখতে একই রকম। সুতরাং, ছাগলের মতো যদি প্রত্যেকটা মানুষ দেখতে এক রকম হতো তাহলে একজনের ব্যাংক থেকে আর একজন অনায়েসেই টাকা চুরি করে নিত। একজনের জমি অন্যজন নিজের নামে চালিয়ে দিতো। ব্যাপারটি আরও জটিল হতো যদি একজনের স্ত্রীকে আর একজন নিজের বলে দাবি করতো। সাথে সাথে ঝগড়া-ঝাটি বেঁধে যেতো। থাকগে যাক এই সব ঝগড়া-ঝাটির কথা। এবার আরও কিছু সহজ প্রশ্ন করি। বলুন তো, হাতের জায়গাই পা, আর পা'র জায়গায় হাত কেন সংযোজিত হয় না? চোখের জায়গায় দাঁত, আর দাঁতের জায়গায় চোখ কেন বসে না? এভাবে চিন্তা করুন, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা। এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হলো, এগুলোকে এভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে, ডিজাইন করা হয়েছে, আবার সেই ডিজাইন মোতাবেক প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাজানো হয়েছে। এটার উদাহরণ এমন, যেন কোন ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে একটি বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করলো, অতঃপর সেই ডিজাইন অনুসারে বিল্ডিংটি তৈরি করলো।

বিল্ডিংয়ের ডিজাইন যেমন একটি কাগজে অঙ্কিত থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি প্রাণীর ডিজাইনও সেই প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে খোদাই করা থাকে, অর্থাৎ তার সূনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করা থাকে। এই তথ্য বা প্রত্যাদেশ অনুসারেই প্রাণীর পরবর্তী বংশধর কেমন হবে তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। জেনেটিক্সের ভাষায় এটাকেই বলা হয় 'জেনেটিক কোডিং' সিস্টেম। এই গোপন কোডের ভিতরেই লেখা থাকে কোন প্রাণীর উচ্চতা কতো হবে, তার শরীরের গঠন কেমন হবে, কতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে, কোন অঙ্গ কোথায় বসবে ইত্যাদি..ইত্যাদি। এই জেনেটিক কোডিং সিস্টেম মহান আল্লাহপাকের এক সূনির্দিষ্ট ও সূক্ষ মাপজোক যা মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান আজও পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি। তবে জেনেটিক কোডিং সিস্টেমের যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মাধ্যমে আজ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি রহস্যের কিছুটা আচ করা যায়।

বর্তমান জামানা হলো জেনেটিক্স ও বায়োটেকনোলজীর জামানা। সম্প্রতি জেনোম সিক্যুয়েংসিংয়ের মাধ্যমে সম্পুর্ণ জেনোম তথ্য জানা গেছে অনেক জীবের। ধীরে ধীরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রহস্য ও জীবনতত্ত্ব জানা যাচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের ভিতরকার বিস্ময়কর ডিজাইন, সুন্দর কাঠামো, সুপ্রতিষ্ঠত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। জীবের প্রতিটি অঙ্গের গঠন, আকার ও জিজাইন কেমন হবে তা পূর্ব থেকেই খোদাই করা আছে কোষের ডিএনএ-র মধ্যে। একে বলা হয় জেনেটিক কোডিং সিস্টেম যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। খামখেয়ালীভাবে বা দৈবিকভাবে কোন কিছুই ঘটছে না। যদি ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে সকল জীব কাকতালীয়ভাবে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় হতো তাহলে পৃথিবী ও জীবসম্প্রদায় অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো। কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। সম্প্রতি জেনেটিক্স ও জেনোম তথ্যের মাধ্যমে জানা গেছে যে, আমাদের দেহে গড়ে প্রায় ৩৭.২ ট্রিলিয়ন (৩৭,২০০,০০০,০০০,০০০) কোষ আছে।

তুলনা করলে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার প্রায় ৪৯৬০ গুণ। প্রতিটি কোষে আছে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম গুলোর ভিতরে আছে ২০ হাজারেরও বেশী জীন। এই সমস্ত জীনের ভিতর অত্যন্ত সুচারুভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে খোদাই করা আছে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের আকার-আকৃতি, গঠন-প্রকৃতি, কার্যপ্রণালীসহ সকল প্রকার তথ্য। এটাকে বলা হয় জেনেটিক কোডিং বা ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যের নকশা। সাধারণত অনেকগুলো এ্যামাইনো এসিড (১০০ এর কম নয়) পরপর যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি হয় যা জীবের সকল জৈবিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এক একটি এ্যামাইনো এসিড কেমন হবে তা আবার তিন অক্ষরের কোডিংয়ের সাহায্যে ডিএনএর মধ্যে নির্দেশনা দেওয়া থাকে। যদি এই সমস্ত এ্যামাইনো এসিডগুলো জীব দেহে কাকতালীয়ভাবে সংযুক্ত হতো তাহলে অনেক আগেই পৃথিবীর সমস্ত জীব চিরতরে বিলীন হয়ে যেতে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। একটি রোগ আছে যার নাম প্রজেরিয়া। এটি একটি বিরল রোগ। এ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে মাত্র ১৪০ জনের মতো এ রোগী পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে পাওয়া গেছে মাত্র ২ জন।

কয়েক বছর আগে পত্রিকাতে খবর এসেছিল যে, মাগুরায় এই রোগী পাওয়া গেছে। তার নাম বায়েজিদ। এ রোগ হলে ৩/৪ বছরের বাচ্চাকে দেখতে ৭০/৮০ বছরের বুড়োর মতো মনে হবে। এই রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, এই রোগী সাধারণত ১৫ বছরের বেশী বাঁচে না। পত্রিকায় যখন এই রোগের খবর প্রকাশিত হয় তখন আমি পিএইচডির কাজে অস্ট্রেলিয়া ছিলাম। যেহেতু আমি জেনেটিক্স ও জীনের প্রকাশ নিয়ে গবেষণা করছিলাম, তাই আমার কৌতূহল হলো এই রোগের আসল কারণ জানার জন্য। প্রকাশিত গবেষণা পত্র খুজে দেখলাম, প্রায় ১৮৪৮ বেজ-পেয়ার লম্বা LMNA জীনের ১৮২৪ নং পজিশনে মাত্র ১ টি নিউক্লিওটাইড (Cytosine এর পরিবর্তে Thymine) পরিবর্তন হওয়ার কারণে এই এ্যাবনরমালিটি সৃষ্টি হয়েছে। এটাকে জেনেটিক্সের ভাষায় বলা হয় পয়েন্ট মিউটেশন।

এটাকে ব্যাতিক্রমি ও বিরল ঘটনা বা এ্যাবনরমালিটি হিসেবেই ধরা হয়। এই জিনটিতে কমবেশী ১৮৪৮ টি নিউক্লিওটাইড আছে। সহজ ভাষায় ACTG এই রকম ১৮৪৮ টি অক্ষর পরপর সাজানো আছে যার ভিতর মানুষের কোষ বৃদ্ধির একটা পূর্ব নির্দেশনা বা ছক খোদাই করা আছে। এটি খুবই পরিকল্পিত যা দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু এই একটি জিনই নয়, এরকম আরও শতশত জিন আমাদের দেহে আছে যেগুলো সম্বিলিতভাবে আমাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। এখন পাঠক একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, একটি অক্ষরের পরিবর্তনে যদি আমাদের দেহে এত বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সমস্ত অক্ষরগুলো যদি ডারউইনপন্থী বিজ্ঞানীদের মতে কাকতালীয়ভাবে দৈবচয়ন বা র‍্যানডন প্রক্রিয়ায় হতো তাহলে আমরা অনেক আগেই দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যেতাম। মোদ্দাকথা, সমস্ত জীবজগত মহান আল্লাহর সুনিপূণ হাতের সূক্ষ ডিজাইন ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত জেনেটিক কোডিং সিস্টেম আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমান বহন করে।

(লেখক: আণুবিক জেনেটিক্স বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়)

বিএনপি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ৫ ফেব্রুয়ারি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অবৈধ মিডনাইট হাসিনা সরকার কর্তৃক গুম খুন বন্ধ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের (Kirribilli house, North Sydney) সামনে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২টায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ (০৪৫১ ০৮৩ ৪৪৯), অস্ট্রেলিয়া বিএনপির নেতা মো. কুদরত উল্লাহ লিটন (0426 280 413)।

Active commuting could make children's return to school better for their health and the planet

Children in the UK and across the globe have not been at school for some time, and this prolonged absence from the daily routine has given many of us a chance to think about what should happen when schools re-open. One way to address some of the ongoing problems of the pandemic while making a real difference to children's lives and the health of the planet would be to adopt more "active commuting". This is simply walking, cycling, wheeling or scootering to school, rather than being driven or taking public transport.

Not so long ago walking to school was the norm. Being active in this way is crucial if we want our children to be healthy in terms of fitness, wellbeing and levels of body fat. It also reduces dependence on fossil fuels and air pollution from traffic, benefiting our health and the environment. New studies have already shown that air quality has improved in cities around the world as pollution from cars has significantly reduced due to the pandemic.

But when it comes to the media and public policy, focus tends to fall on adults being active in their daily commute. For example, the UK government last week urged people to cycle and walk more to avoid public transport where possible if they had to return to work.

Overlooking youngsters has created an invisible crisis of inactivity in recent years. In many countries active commuting to school is in steady decline. Our research network of 49 countries recently found that only a minority of children walk, cycle or scooter to school, and things are getting worse rather than better.

Disappointing findings

For example, in Scotland – which is typical of most high-income countries – around half of primary school children do something active to get to school these days. This number falls steadily with age among secondary school pupils. At weekends, levels of physical activity are even lower, when journeys by car are even more likely.

These disappointing research findings persist despite a policy environment that is generally supportive of active commuting in Scotland. As in so many high-income countries, the problem stems from a combination of things: lack of policy implementation, a car-dependent culture and parents who are reluctant to allow their children to walk or cycle to school.

An active commute is a health-enhancing activity consisting of moderate-to-vigorous intensity physical activity (MVPA – activity which gets the heart rate up). School-age children and young people need at least 60 minutes of MVPA every day for health and wellbeing, but globally only a small minority achieve this modest recommendation.

Our research on over 6,000 children and adolescents who walk or cycle to school found that doing so provided around 17 minutes MVPA per day on average for primary pupils, and 13 minutes MVPA per day for secondary pupils. So it can make a real contribution to achieving that minimum of 60 minutes of MVPA per day.

Good health habits need to start young. Shutterstock

Dividends for health and environment

There are other important upsides to an active school commute. The MVPA accumulated will have educational benefits too because moderate to vigorous activity like this stimulates a number of cognitive processes that improve learning. This evidence alone should give schools and families a much greater incentive to encourage active commuting in their children.

There would also be indirect environmental benefits. More children enjoying an active commute more often would reduce car use and the associated carbon emissions. It would also stimulate their curiosity and lead to have a greater appreciation of the outdoor environment.

They would get to know their community and the geography of their area much better. Children need to know how to get around when they're not relying on cars. This is important for their independence and helps build resilience and self-reliance.

Our research in the Active Healthy Kids Global Alliance has identified examples of good practice that other countries can learn from. Japan has the highest rates of active young commuters among high-income countries, at around 90% of children. This has been achieved by 1953 legislation that requires children to attend local schools, which has made walking or cycling to school the cultural norm.

Momentum developed by the recent climate change protests and the COVID-19 pandemic have given us a golden opportunity to instil active healthy habits in our children. They might see walking, cycling and other ways of getting to school that don't involve cars – or at the moment, public transport – as a useful way of turning their protests and concerns into practical daily action.

Youngsters should be supported by legislation and investment in pedestrian-first policies and cycling schemes and highways. And parents need to free their children from the deadening tyranny of being driven everywhere, to choose instead a more active and interesting alternative to getting to school. Life after this virus should not return mindlessly to "normal" – we need to do better for our children's health and our planet.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)!

আতিকুর রহমান (অনুবাদক)

কৃষ্ণ নয়, বুদ্ধ নয় এবং যীশু নয়। সব অপরাধ শুধু আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) এর কেন?

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুসলিম-অমুসলিম, সবার মনেই এই প্রশ্ন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কেন এত দোষারোপ করা হচ্ছে? মানুষ কেন তাকে অপমান করার চেষ্টা করে?

যখন চরমপন্থী শিবসেনা ভারতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়, বা কেউ অন্যায়ভাবে কাশ্মীরিদের হত্যা করে, তখন কেউ কৃষ্ণকে দোষ দেয় না।

বার্মায় যখন রোহিঙ্গাদের উপর এমন বর্বরতা, গণহত্যা চলে, তখন কেউ এই গণহত্যার জন্য বুদ্ধকে অপমান করার চেষ্টা করেনি।

একইভাবে, ১.৫ মিলিয়ন (১৫ লক্ষ) ইরাকি হত্যার জন্য যিশু দায়ী নন। প্রশ্ন হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেন তাঁকে নিয়ে এতো বিতর্ক? তার অপরাধ কি?

কারণ হলো, নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্যদের মতো শুধু কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশুর মতো প্রচারক ছিলেন না। তিনি এই পৃথিবীতে এক ধরনের বিপ্লব এনেছিলেন। কেন আমি এই কথা বলেছি সে সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া যাক, তারপর আমরা মূল প্রশ্নে ফিরে আসি।

আপনি কি জানেন এই লোকটি নবী হওয়ার পর কি করেছিলেন? তিনি কি সমাজে প্রথমে পরিবর্তন চেয়েছিলেন?

তিনি নারীর অধিকার চেয়েছিলেন।

সমাজ পরিবর্তনের জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজিয়ে প্রথম আয়াতের মূল বিষয়বস্তু ও নির্দেশ ছিল, "নারী ও শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া যাবে না।"

এরপর তিনি বলেন, একজন নারী তার পিতা, স্বামী ও সন্তানদের সম্পদের অংশীদার হবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘোষণা দিলে সমাজতন্ত্রীরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

(নারী ও শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো অপরাধ এখনও এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। আধুনিক ভারতে প্রতিদিন দুই হাজার নারী ও শিশুর গর্ভপাত হয় কিন্তু কতজন নারীবাদী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে?)

এরপর এলো দাস শব্দটি।

"মানুষ আর মানুষের দাস হতে পারে না," তিনি বলেছিলেন। বিশ্বজুড়ে আলোচনা শুরু হয় যখন উম্মে আয়মান, তার মৃত পিতার রেখে যাওয়া ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস, সমাজে মুহাম্মদের মা হিসেবে এবং কালো জায়েদকে তার ছেলে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে কি চান?

দাস ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে চলবে? অর্থনীতি কীভাবে বাড়বে? দাসদের দল মুক্তির আন্দোলন শুরু করলে কি হবে?

ম্যালকম এক্স-এর মতো বিপ্লবীরা, মোহাম্মদ আলীর মতো শক্তিশালী ব্যক্তি যখন নবী মুহাম্মদ (সা.) কে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন, তখন তারা মনে করেছিলেন যে সমস্ত অপরাধ সেই আরব লোকেরই।

নবী (সা:) বলেন, ধনীদের সম্পদের সুষম বণ্টন করতে হবে। দরিদ্রদের তাদের সম্পদের অধিকার আছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে প্রত্যেককে যাকাত দিতে হবে (তাদের সম্পত্তি থেকে ২.৫%)। সমাজের ধনী ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা মনে করতেন, মুহাম্মদ (সা:) একজন সামাজিক বিপ্লবী, তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

শেক্সপিয়র সমস্ত লোভী ইহুদি অর্থ ব্যবসায়ীদের সুদ প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি ধনী-গরিবের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছিলেন। সবাই ভেবেছিল মুহাম্মদ (সা:) একজন সমাজতান্ত্রিক, তাকে হত্যা করা উচিত।

তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন, "তোমরা আর মদ খাবে না। এতে সমাজে অন্যায়-অবিচার কমেছে। চুরি-ডাকাতিও কমেছে।" মাতাল স্বামীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্বর মানুষের মনে হিংসা শুরু হল, এই মানুষটা কি পাগল নাকি? মদ না খেয়ে, নারীদের সাথে মজা না করে সে কেমন সমাজ চায়? মাদক ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ (সা:) কে আটকাতে নতুন পরিকল্পনা শুরু করে। অসহায় মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ নিয়ে জুয়া খেলায় নিষেধাজ্ঞা এল। মুহাম্মদ (সা:) জুয়াড়িদের শত্রু হয়েছিলেন।

সে খুব বেশি করছে। তারা ভেবেছিল জুয়া ব্যবসা ছাড়া সমাজে বিনোদনের বাকী থাকে কি? মুহাম্মদকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং তার সমস্ত আয় বন্ধ করতে হবে।
এখন কি বুঝতে পারছেন, মুহাম্মদের এত অপরাধ কেন?

এত বছর পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অপমান করার চেষ্টার কারণ কী? শুধু কি "বাকস্বাধীনতা"? না।

আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়ার মতো দেশগুলি যখন ২৪টি আফ্রিকান দেশে যেখানে মুহাম্মদ (সা:) এর অনুসারীরা ভালবাসার সাথে আফ্রিকা জয় করেছিল সেখানে শত শত বছরের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি চেয়েছিল তখন নবী মুহাম্মদ(সা:) একজন বড় অপরাধী হয়ে ওঠেন। অসহায় ও নিরপরাধ মানুষকে দাস করে যে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল তা হুমকির মুখে পড়ে তখন সব ক্ষোভ ও ক্ষোভ জমা হয়।

শীতের রাত্রি

হাফিজুর রহমান

ঘুমঘুম ভাব, হয়নি রাত্রির
ঝিম ধরানো কুয়াশায়;
কালোর গায়ে ধবল চাদর
বয়ে হিমেল হাওয়ায়।

ঝরে পড়া গাছের পাতায়
মজা করে ধূলিকণা,
রাত্রি ও জোনাকিপোকার
নেই দেখে বনিবনা।

মুণ্ডিত মস্তকে গাছগুলোর
নির্বাক চোখের দৃষ্টি,
গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ানোয়
বেদনা ঝরানো বৃষ্টি।

বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক (নিউ সাউথওয়েলস) মোহাম্মদ নাসির আহম্মেদের বড় ভাই ঢাকা মহানগর উওর ১৯নং ওয়ার্ডের কোষাধ্যক্ষ মোঃ সেলিমকে অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে হাসিনার জেল খানায় বন্দী করে রেখেছে ।
বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, কুদরত উল্লাহ লিটন, মোবারক হোসেন , আব্দুস সামাদ শিবলু এবং এএনএম মাসুম এক বিবৃতিতে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানান। অহেতুক হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলায় মোঃ সেলিমকে গ্রেপ্তার করে স্বৈরাচারী হাসিনার নগ্ন বাকশালী প্রেতাত্মার বহিঃপ্রকাশ বলে নেতা কর্মীরা মন্তব্য করেন। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া।

COPS ARE TOPS REPORT

Sione PEPA

Wanted

Police are appealing for public assistance to locate a man wanted on an arrest warrant. Sione PEPA, aged 22, is wanted by virtue of an outstanding arrest warrant concerning domestic violence offenses. He is described as being of Pacific Islander appearance, about 180cm tall, of medium build, with long brown hair and brown eyes. Sione PEPA is believed to frequent the Georges Hall and Punchbowl areas. Police are urging anyone who may have information in relation to his whereabouts to contact Crime Stoppers at 1800 333 000.

Trung NGUYEN

Wanted

Police are appealing for public assistance to locate a man wanted on arrest warrants. Trung NGUYEN, aged 40, is wanted by virtue of outstanding arrest warrants in relation to domestic violence offenses. He is described as being of East Asian appearance, about 175cm tall, of thin build, with brown hair and brown eyes. Trung NGUYEN, is believed to frequent the Greenacre and Cabramatta areas. Police are urging anyone who may have information in relation to his whereabouts to contact Crime Stoppers at 1800 333 000.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

MOST OUTSTANDING HONOURED WITH CBCITY'S AUSTRALIA DAY AWARDS

Suprovat Sydney Report

A doctor dedicated to mental health, a tireless environmental volunteer, an outstanding community organisation, an inspirational youth advocate, and a passionate cultural champion are the recipients of the City of Canterbury Bankstown's 2023 Australia Day Awards.

They were recognised in a special ceremony at the Bryan Brown Theatre on the eve of Australia Day.

Canterbury-Bankstown's Australia Day Ambassador Mr Graham Ross AM VMM was also on hand to congratulate the award recipients and to welcome 22 new Australian citizens.

Canterbury-Bankstown Mayor Khal Asfour congratulated those who received the awards and nominees and commended their dedication to ensuring Canterbury-Bankstown is a great place to live.

"We received so many outstanding nominations and it certainly wasn't easy to narrow the winners down to just five," Mayor Asfour said.

"People from all walks of life who do what they do out of a commitment to the community and love for others.

"I'll be accused of being biased, but I know we have some of the best people in our City!"

The recipients of the 2023 Canterbury-Bankstown Australia Day Awards are:

- Organisation of the Year - Creating Links (NSW) Ltd is a multicultural community service provider which delivers disability, foster care and child and family services to the Canterbury-Bankstown community. It has supported thousands of children, young people, carers and people with disability to live meaningful lives.

- Volunteer of the Year - Dr Yaser Mohammad is dedicated to providing the community with information about mental health. He has organised R U OK? Day seminars and co-ordinated a theatre project aimed at overcoming mental health associated stigma in the Arabic community.

- Jack Mundey Environmental and Heritage Award - Mr Ranjith Evas is an outstanding and tireless volunteer for the Mudcrabs and an executive member for the Cooks River Valley Association. He has removed mountains of rubbish from the banks of the cooks river, and co-ordinated other volunteers and communication for the environmental groups.

- Young Citizen of the Year - Ms Khadijah Habbouche is actively involved in developing social awareness and action amongst young people. She is an active member of various youth advisory committees including the Canterbury-Bankstown Youth Crew and the Muslim Women Australia Youth Advisory Committee.

- Citizen of the Year - Ms Poompavai Arasu volunteers her time for various organisations and community events. She has organised community Diwali celebrations, distributed food to COVID-19 patients and works with local school children to stay in touch with their culture and family members abroad.

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট গনি মিয়া

ডঃ মোঃ নুরুল আমিন
একোয়াকালচার টেকনিক্যাল অফিসার,
ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া।

সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ইংরেজি গ্রামার বইয়ে গনি মিয়া নামের এক কৃষক ছিল । গল্পটি প্রায়ই পরীক্ষায় আসত বাংলা থেকে ইংরেজি করার জন্য। গল্পটি ছিল এরকম "গনি মিয়া একজন কৃষক। তার নিজের জমি নাই। অন্যের জমি বর্গা চাষ করে। কিন্তু সে তার ছেলের বিবাহে অনেক ধুম ধাম করিল। বিয়েতে গ্রামের লোকেরা অনেক ফুর্তি করিল। ইহাতে সে অনেক ধার করিল। সেই ধার আর সে শোধ করিতে পারিল না।" শুধু বাংলা থেকে ইংরেজি করার জন্যই এই গল্প পরীক্ষায় আসলেও এই গল্পের একটি অন্তর্নিহিত শিক্ষামূলক বার্তা ছিল। বার্তাটি হলো এই যে ধার দেনা করে বিলাসিতা করলে কষ্টে পড়তে হয়। ধার দেনা করে ঘি খাওয়া ভালো নয়। গল্পের এই গনি মিয়া বাস্তবে ছিল কিনা আমার জানা নেই। গনি মিয়ার গল্প বর্তমান যুবক সমাজের জানা না থাকলেও যারা এখন বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকের দায়িত্বে আছে তারা অনেকেই এই গল্পটি জানে। গনি মিয়ার জীবনে ধার কর্জ নেয়ার কুফল থেকে শিক্ষা না নিলেও ধার করে বিলাসী জীবন যাপনের শিক্ষা নিয়েছে এই সব উচ্চবিলাসী গনি মিয়ারা। এখন দেশে অনেক উচ্চবিলাসী আধুনিক গনি মিয়া তৈরী হয়েছে।

আধুনিক গনি মিয়ারা এখন দেশের উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন পদে আসীন। গনি মিয়ারা চায় দেশকে উন্নত দেশের মতো চকচকে করতে। জনগণের পেটে ক্ষুধা থাকলে থাকুক, জনগণ অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও যাক, বাজেটের জন্য পর্যাপ্ত খরচ না থাকুক গনি মিয়ারা দেশকে কসমেটিক উন্নয়ন দিয়ে মেকআপ লাগিয়ে সিংগাপুর, ক্যানাডা, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড বানাতে উনারা উৎসাহী। তাই দেশের বাজেটের প্রায় ৪০ ভাগ পূরণ করা হয় ঋণ নিয়ে। গত অর্থবছর ২০২২-২৩ সালে বাজেট ছিলো প্রায় ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। এই বাজেটের সামগ্রিক ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় ৩৬ শতাংশ। এই ঘাটতি পূরণ করা হয় কোথায় থেকে? দেশী ও বিদেশী ঋণ থেকে। এর মধ্যে বিদেশী ঋণ প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকা এবং দেশীও ঋণ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা। এই খবরটির বিস্তারিত পাবেন ৮ জুলাই ২০২২ সালের প্রথম আলোতে "এবারের বাজেট ও আমাদের সক্ষমতার মূল্যায়ন" এই শিরোনামে। অর্থাৎ গনি মিয়ারা যে পরিকল্পনা করুক, যাই নির্মান করুক তার প্রায় ৪০% ধার -কর্জ করা। তবুও গনি মিয়ারা কথায় কথায় বলে দেশের সব উন্নয়ন আমরাই করেছি, আমাদের টাকায় করেছি। উনাদের এই ধরনের আস্ফালনে একজন পাগলও হাসবে! ধরুন এক ব্যক্তি বন্ধুর কাছে ৪০ হাজার টাকা ধার করে মোট ১ লাখ টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে বউকে দিয়ে বলে "আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, তোমার জন্য আমি আমার নিজের পকেটের ১ লক্ষ টাকা দিয়ে শাড়ি এনেছি।" ব্যাপারটি কেমন হলো?

যাহোক, এখন আধুনিক গনি মিয়ারা আরো একধাপ এগিয়েছে। উনারা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়েছে। গনি মিয়ারা ক্রমশঃ ডিজিটাল থেকে স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে। একের পর দেশী বিদেশী ঋণ নিয়ে মেঘা প্রকল্প গড়ার পাশাপাশি নিজেদের কমিশন ও দুর্নীতি করে বিশাল অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে অট্টালিকা বানাচ্ছে। ইতিমধ্যেই উনারা ২.৭৩ বিলিয়ন ডলার বা টাকার অংকে প্রায় ২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা খরচ করে পাঠিয়েছে বংগবন্ধু স্যাটেলাইট ১, যা থেকে তিনবছরে এই স্যাটেলাইট থেকে কোন আয় আসেনি (বিবিসি ১৪ই মে ২০২২; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: তিন বছর আয় করতে পারেনি, খরচ উঠবে কবে)। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট খরচের প্রায় অর্ধেক বা প্রায় ১ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছে গনি মিয়ারা বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি থেকে (চ্যানেল আই অনলাইন, ৮ মে ২০১৮; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আদ্যোপান্ত)। অর্ধেক টাকা কর্জ করে গনি মিয়াদের পাঠানো স্যাটেলাইট কক্ষপথে ছুটছে কোন প্রকার লাভ ছাড়াই! শুধু এখানেই নয় আরো কর্জ করে গনি মিয়ারা এবছর ২০২৩ সালে ৪.৩৫ বিলিয়ন ডলার চুক্তিতে রাশিয়ার সহযোগিতায় পাঠাবে বংগবন্ধু স্যাটেলাইট ২। বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইটের আয়ুষ্কাল হচ্ছে ১৫ বছর, কোন প্রকার লাভ ছাড়াই চলে গেছে প্রায় তিন বছর এ অবস্থায় দ্বিতীয় আরেকটি স্যাটেলাইটের দিকে যাওয়া "চূড়ান্ত বোকামি"। কিন্তু রহস্যজনক কারণে বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইট কোম্পানি কোন আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না (বিবিসি বাংলা, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: প্রথমটি অলাভজনক রেখে দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের প্রয়োজন কী?) । অলাভজনক এই স্যাটেলাইট প্রকল্প থেকে দেশবাসীর কোন লাভ না হলেও গণি মিয়াদের পকেটে কমিশন হয়তো ঠিকই যায়। না হলে গনি মিয়াদের আকাশে উড়ার এই স্বপ্ন কেন?

এভাবেই একের পর এক মেঘা প্রকল্প যেমন মেট্রোরেল, কর্নফুলী টানেল, পদ্মা সেতু, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি হাতে নিয়ে গনি মিয়ারা বিদেশ থেকে নেয়া ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের ২০টি মেগা প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লাইন-১, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ প্রজেক্ট, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লাইন-৫, লাইন-৬, পদ্মা ব্রিজ রেল সংযোগ, ফোর্থ প্রাইমারি অ্যাডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এক্সপানশন হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট প্রকল্প, ঢাকা-আশুলিয়া অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ডিপিডিসির পাওয়ার সিস্টেম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে ব্রিজ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প, সেফ ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প ও কভিড ইমারজেন্সি রেসপন্স ও প্যান্ডামিক প্রিপারেডেন্স প্রকল্প ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৭১ বিলিয়ন ডলারের ৬১% ভাগ বিদেশী ঋণের (বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২১ জুলাই ২০২২ঃ ২০ মেগা প্রকল্পের ঋণ শোধের বড় ধাক্কা আসছে: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য)। এসবের পরেও কি গনি মিয়ারা বলতে পারেন যে তারা দেশকে উন্নত করছে! যদিও উনারা বলেন পদ্মা সেতু নিজের টাকায় কিন্তু একটু ভেবে দেখেন যে বাজেটের ৪০% ভাগই হচ্ছে ধার করা সেই বাজেটের উন্নয়ন খাত থেকে কিছু তৈরী করা কি নিজের টাকা হয়! তবুও গনি মিয়াদের বাগাড়ম্বি আস্ফালন। বিদেশী ঋণ নেয়ার উৎসব। বনিক বার্তায় ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে "২০২৩ সালে বিদেশী ঋণ দাঁড়াবে ১১৫ বিলিয়ন ডলারে" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ঐ তথ্য মতে এ বছরের শেষে বাংলাদেশের বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলারের উপর এবং ২০২৪ সালর শেষে বিদেশী ঋণের পরিমাণ হবে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনে অনুসারে দেখা যায়যে, এখন বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য গনি মিয়াদের প্রায় বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয় (বনিক বার্তা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ঃ বিদেশী ঋণ ও সুদ পরিশোধে ব্যয় হবে ২৫ হাজার কোটি টাকা)। ডলারের দাম যত বাড়বে বাংলাদেশী টাকায় এই অংক আরো বাড়বে।

তবুও গনি মিয়ারা থেমে নেই। গনি মিয়ারা গ্রামের মহাজন থেকে নয়, বিদেশী মহাজনদের কাছে থেকে ধার কর্জ করে দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে বিশাল ঋণের পাহাড়। বাংলাদেশের শুরু থেকে ৩৯ বছরে যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয়েছে তার প্রায় ২.৫ গুন বিদেশী ঋণ নিয়েছে গনি মিয়ারা গত ১০ বছরেই (মানবজমিন, ৩ জানুয়ারি ২০২২ঃ ভারী হচ্ছে ঋণের বোঝা; যায়যায়দিন, ২৩ অক্টোবর ২০২২ঃ ভারী হচ্ছে বিদেশি ঋণের বোঝা; দ্য বিজনেজ স্টান্ডার্ড, ৮ ডিসেম্বর ২০২২ঃ ১০ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি)। গনি মিয়ারা শুধু ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে ৩০৮ কোটি ৯৪ লাখ ডলার। এসব ঋণ যে দিয়ে শুধু যে মেঘা প্রকল্প করা হয়েছে তা নয়, বাজেট ঘাটতি মেটাতেও নেয়া হয়েছে ঋণ। সম্প্রতি জাপান থেকে বাজেট সহায়তার জন্য ঋণ নেয়ার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকেও বাজেট সহায়তা হিসেবে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার চেয়েছে সরকার। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক থেকেও বাজেট সহায়তার ঋণ চাচ্ছে গনি মিয়া। গনি মিয়ারা টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে বাজেট ঘাটতি মেটাতে ও বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে দফায় দফায় বড় অঙ্কের ঋণ নিচ্ছে। মানবজমিনের উপরোক্ত প্রতিবেদনে জানা যায়যে, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে বাজেট সাপোর্ট হিসেবে ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়া 'ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এডিশনাল ফাইন্যান্সিং' শীর্ষক ঋণ চুক্তির আওতায় ১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। এ ছাড়াও, রাশিয়া, চীন ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের বড় ঋণ প্রস্তাব রয়েছে এবং এগুলো গৃহীত হলে সামনের দিনগুলোয় গনি মিয়াদের বৈদেশিক ঋণ আরও বাড়বে।

যাহোক, গনি মিয়াদের ধার-কর্জ করতেই হবে। ধার দেনা করে হলেও উনারা বিলাসিতা করবে, উচ্চ বিলাসী প্রকল্প হাতে নিবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নতি করতে হলে বিদেশী ঋণ নিতেই হয়। তাই গনি মিয়ারাও নেয়। কিন্তু সেই ঋণেরও একটি সীমাবদ্ধতা থাকা উচিৎ। কারণ বিদেশী ঋণের এই বোঝা সাধারণ মানুষের উপর এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর পড়বে। তাছাড়া গনি মিয়াদের গৃহীত প্রকল্প বেশীরভাগ গুলো মেয়াদে শেষ হয়না। বারবার মেয়াদ বাড়তে থাকে । আরো খরচ বাড়ে। প্রকল্পের যে খরচ ধরা হয় তার চেয়ে ৩ থেকে ৫ গুন খরচ বাড়িয়ে শেষ করা হয়। আর অতিরিক্ত খরচ মেটাতে বিদেশী ঋণ নেয়া হয়। এভাবে বিদেশী ঋণ বাড়ার সাথে সাথে এর সুদ ও আসলের কিস্তি পরিশোধের পরিমাণও বাড়ছে। সে অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪ বিলিয়ন ডলার, আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত (যায়যায়দিন, ২৩ অক্টোবর ২০২২ঃ ভারী হচ্ছে বিদেশি ঋণের বোঝা)। এই বিশাল ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার লাগবে যা আসে রপ্তানি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশই পোশাক খাতের।

১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট গনি মিয়া

- বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫% পোশাক খাতের।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি, পোশাক রপ্তানি এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অবদান ৯০% ভাগ।
- ২০ টি মেঘা প্রকল্পের ব্যয় ৭১ বিলিয়ন ডলার।
- মেঘা প্রকল্পের ৬১% বিদেশী ঋণের।
- বাংলাদেশের মোট বাজেটের ৪০% ঋণ করা হয়।
- বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলার।
- প্রতি বছর বিদেশী ঋণের কিস্তি প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার।
- বর্তমানে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ঘাটতি ২০ বিলিয়ন ডলার।

১৮-এর পৃষ্ঠার পর

এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের বিশাল অবদান আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মোট ৯০% দাঁড়িয়ে আছে কৃষি, পোশাক রপ্তানি এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর। অর্থাৎ সন্মানিত কৃষক-শ্রমিকদের ঘাম ঝরানো আয়ের উপর। দেশের প্রয়োজনে করা হয় আমদানি। সেই সাথে গনি মিয়াদের জন্য ব্যবহৃত দামী গাড়ী থেকে শুরু করে উনাদের পোষা বিড়াল-কুকুরের জন্য খাবারের বিস্কুট কিনতেও করা হয় আমদানি। সেই আমদানি বিল পরিশোধ করতে বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার লাগে, যা আসে সেই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমে আয় করা রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে। মোট আমদানি ব্যয়, বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে যে ডলার অবিশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ব্যালান্স অফ পেমেন্ট। বিদেশ থেকে পণ্য কেনা এবং বিদেশী ঋণের ধার-দেনার হালখাতা করার পর দেশে যে ডলার ফিরে আসে সেটাই হচ্ছে ব্যালান্স অফ পেমেন্ট । অর্থাৎ এটা যদি পজিটিভ হয় সেই ডলার বাংলাদেশের রিজার্ভ হিসেবে জমা থাকবে। কিন্তু যদি এই ব্যালান্স অফ পেমেন্ট নেগেটিভ বা ঘাটতি হয় তবে পুর্বের জমানো রিজার্ভ থেকে খরচ করা হয় অথবা বিদেশী ঋণে চাওয়া হয়। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে সার্বিকভাবে গনি মিয়াদের এই ঘাটতি বেড়েই চলেছে। এ অর্থবছর (২০২২-২০২৩) শুরু হয়েছে ১৮.৭ বিলিয়ন ডলার পেমেন্ট অব ব্যালেন্সের বিশাল ঘাটতি নিয়ে (নয়া দিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০২২ঃ বাংলাদেশের ২৬ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ অর্থনীতির জন্য কী বার্তা দিচ্ছে?) । পুর্বের অর্থবছর ২০২০-২১ এর শেষে এই ঘাটতি ছিল প্রায় ৪ বিলিলয়ন ডলার । ইতিপুর্বে কখনো ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর ঘাটতি হয়নি। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ৯.২৯ বিলিয়ন ডলার বাড়তি ছিল। তার আগের বছরে ২০১৮-১৯ এ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর বাড়তি ছিল প্রায় ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার। যাহোক অর্থনীতিবিদদের মতে এ অর্থ বছর ২০২২-২৩ শেষে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর ঘাটতি দাঁড়াবে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার (নিউজ বাংলা২৪. কম, ৪ জুলাই ২০২২ঃ লেনদেন ভারসাম্যে রেকর্ড ঘাটতির মুখে দেশ)। অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি নিয়েই নতুন অর্থবছর ২০২৩-২৪ এ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন জ্বালানী তেল, সয়াবিন, গম, চাল ইত্যাদি আমদানিতে ডলার লাগবেই। অর্থাৎ দেনা পাওনার হালখাতা করতে গনি মিয়াদের ডলার থাকবেনা। এত ভয়ংকর বার্তার মধ্যে গনি মিয়াদের কোন চিন্তা বা ধারনা আছে বলে মনে হয়না। যদিও দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত ডলার সংকোট; রিজার্ভ সংকটে আমদানিতে এল সি বন্ধ; আমদানি মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় কয়লা আসা বন্ধ; জ্বালানী আমদানিতে সংকোট ইত্যাদি সমস্যা। এতকিছুর পরেও গনি মিয়ারা কিন্তু উল্লসিত। তাদের মতে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠছে (বাংলা ট্রিবিউন, ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ঃ চাঙ্গা হয়ে উঠছে দেশের অর্থনীতি)। যদিও ধার-কর্জ করেই চাঙ্গা রাখা হচ্ছে অর্থনীতি (ডেইলি স্টার ১৪, ২০২১ঃ ঋণ নিয়ে চাঙ্গা রাখা হচ্ছে অর্থনীতি)। যদিও অর্থনীতিবিদদের মতে এত এত ঋণের বোঝা বড় করলে বাংলাদেশ সংকটে পড়বে তবুও গনি মিয়াদের ভাবনা নেই। দেশবাসী অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে গনি মিয়াদের সমস্যা নেই। কারণ গনি মিয়ারা এখন আর জমি বর্গা চাষ করে না। কমিশন, দুর্নীতি করে আয় করা অর্থ ডলারে পরিবর্তন করে পাঠায় সুইস ব্যাংকে, ক্যানাডার বেগমপাড়ায়, দুবাই বা মালয়শিয়ার সেকেন্ড হোমে। স্মার্ট এই গনি মিয়ারা হয়তো একদিন বিশাল ঋণের বোঝা দেশবাসীর চাপিয়ে দিয়ে এসব স্থানে বিলাস বহুল জীবন যাপন করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে পড়ে থাকা আন-স্মার্ট গনি মিয়াদের ভবিষ্যৎ কি!

প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৭১ বিলিয়ন ডলারের ৬১% ভাগ বিদেশী ঋণের ২০ মেগা প্রকল্পের ঋণ শোধের বড় ধাক্কা আসছে
-দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গুণীজন হিসেবে সম্মাননা স্মারক পেলেন মুন্না

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখায় গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও সুপ্রভাত সিডনির ওয়েবডিজাইনার গোলাম মোস্তফা মুন্নাকে। একই সাথে তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় যশোর টাউন হল ময়দানে আশাবরী সঙ্গীত নিকেতনের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

আশাবরী সঙ্গীত নিকেতনের সভাপতি মু. এনামুল কবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. তমিজুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, যশোর ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুল কালাম আজাদ লিটু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আশাবরীর উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহবায়ক সুভাষ ভৌমিক।

বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখায় অনুষ্ঠানে আরো ৯ গুণীজনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। তারা হলেন, দীপঙ্কর দাস রতন, সাধন দাস, সানোয়ার আলম খান দুলু, জন সঞ্জীব চক্রবর্তী, কবি ডা. মোকাররম হোসেন, শিল্পী রফিকুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হেসেন স্বপন, রেখা বেগম।

গোলাম মোস্তফা মুন্না দৈনিক স্পন্দন পত্রিকার সাব-এডিটর ও সাম্প্রতিক দেশকালের যশোর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন।

ট্রেন্স থেকে ফিরে এসে

রউফ আরিফ

১.
রোজি তখন ফাষ্ট ইয়ারে পড়ে। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। উজ্জল ফর্সা গায়ের রং। হালকা লতানো শরীর। বেশ লম্বা। মাথায় একমাথা দীর্ঘ কালো চুল। চোখ দুটো টানা টানা। ঠোটের ওপরে একটা কালো তিল।
এমন একটা মেয়েকে ভালোবাসতো আলি আরমান। কিন্তু ওদের ভালোবাসায় কোনো রং ছিল না। কারণ, ওরা ছোটবেলা থেকে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছে। একসাথে যেমন খেলাধুলা করেছে। তেমনি ঝগড়া মারামারি করেছে। আবার নিজেরাই তার মিটমাটও করেছে। ফলে তাদের সম্পর্কটাকে ঠিক প্রেম ভালোবাসার ছাদে ফেলা বেশ কঠিন। তবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে আলাদা একটা টান আছে তা দু'জনই অনুভব করতো।
পাশাপাশি দুই বাসার বাসিন্দা তারা। দুজনেরই বাবা ডাক্তার। দুই বাড়ির দোতালার ব্যালকুনীতে দাঁড়িয়ে তারা কত খুনসুটি করেছে তার ঠিক নেই। সেই প্রীতিমধুর সম্পর্কে একটা নতুন মোড় নিলো হঠাৎই।
সময়টা উনিশশো একাত্তর সালের এপ্রিল মাস। ঢাকায় তখন পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে। মহল্লার যুবক ছেলেরা সব দলে দলে ইন্ডিয়ায় চলে যাচ্ছে। মুক্তি ফৌজে নাম লেখাচ্ছে।
আরমানও ঠিক করে ফেলল সে মুক্তিফৌজে যোগ দেবে। বিষয়টা নিয়ে তার বাবার সাথে কথা বলল। বাবা বললেন, চলে যা। এখানে থাকলে বাঁচতে পারবি না। পাকসেনারা কাউকেই বাঁচতে দেবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো মরার চেয়ে মরতে হলে বীরের মতো যুদ্ধ করে মরবি। দেশের জন্য, জাতির জন্য মরবি।
আলি আরমান বাবা মায়ের এক মাত্র সন্তান। বাবা ঔদত্য কণ্ঠে যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও মা আমতা আমতা করছিল। কিন্তু মায়ের কান্নাকাটিতে আরমান কান দিলো না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে যুদ্ধে যাবে।
যেদিন রাত্রে চলে যাবে সেদিন সকালবেলা কথাটা সে রোজিকে জানালো। রোজি ক্ষণকাল আরমানের চোখের পানে চেয়ে থেকে মোলায়েম স্বরে বলল, তাহলে তো একটা কাজ করতে হবে।
-কি কাজ?
-আমাকে একটা চুমু খাওয়ার সখ তোমার। কোনো বেগানা পুরুষের চুমু খাওয়া শরিয়ত বিরুদ্ধ বলে, তোমার সেই ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারিনি। তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ, তোমার সেই ইচ্ছাটা তো অপূর্ণ রেখে যেতে দেওয়া যায় না। চলো, আজই আমরা বিবাহ করি, এবং তোমার ইচ্ছা পূরণ করি।
রোজির কথা শুনে আরমান অবাক হয়। তুমি এসব কি বলছ যা তা!
-যা তা হবে কেন?
-বর্তমান সিচুয়েশনে বিবাহ করার কথা মনে আসছে তোমার? আমি তো যাচ্ছি জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে। এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা হতে পারে। তা কি জানো?
-জানি। আর জানি বলেই একথা বলছি।
-পাগলামি।
-পাগলামি বলো, আর ছাগলামি বলো, যা ইচ্ছা তাই বলো। কিন্তু আমি জানি, এটাই এখন আমার জন্য বাস্তব। তুমি যুদ্ধে যাবে। দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে ফ্রন্টে ফ্রন্টে যুদ্ধ করবে। ফিরে আসবে কি না, তা তোমার নিয়তিই বলতে পারে। এমতাবস্থায় আমার ভালোবাসার মানুষটার কোনো সাধ আমি অপূর্ণ রেখে বিদায় জানাতে পারি না।
-এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা ভেবে দেখেছ?
-ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দাও। বর্তমানের ভাবনা বর্তমানে ভাবো।
-যদি আর ফিরে না আসি।
রোজি আরমানের মুখে হাত চাপা দেয়। অমন অলক্ষুণে কথা বলো না। আর যদি একান্তই না ফের, বাকী জীবন তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটিয়ে দেবো। একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসাবে গর্ব করে বলতে পারবো, আমার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।
রোজির যুক্তি মনে মনে মানতে পারছিল না আরমান। তবে এও ঠিক, রোজির সাথে আরমান কোনোদিন পেরে ওঠেনি। ঝগড়া কলহ যা-ই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত রোজিরই জয় হয়েছে। তবে, আজ সে রোজিকে পাত্তা দিলো না। তুমি যা বলছ, এই অবস্থায় বাড়ির কেউই রাজি হবে না।
-বাড়ির কাউকে জানাবার দরকার নেই। শুধু তুমি আমি জানবো।
-বলো কি! লুকিয়ে বিয়ে! অসম্ভব।
-তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।
-তুমি একটা আস্ত পাগল। এই অনিশ্চয়তার মাঝে তোমার মতো একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো!
-তাহলে আমি যা বলছি তাই কর।
শেষ পর্যন্ত রোজির কথায় রাজি হতে হলো। রোজির এক বান্ধবীর বাসায় কাজী ডেকে ওরা বিবাহ রেজেস্ট্রি করে ফেলল। তাদের এই বিয়ে বাসায় কেউ জানলো না। তবে একটা কাজ হলো, আরমান যে দলের সাথে ভারতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিল, পথ ঘাটের অসুবিধার কারণে একসপ্তাহ পিছিয়ে গেলো। এই এক সপ্তাহ যতটা সম্ভব ওরা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করলো।
আরমান যুদ্ধে চলে গেলো। রোজি খুব মন মরা হয়ে রইলো। ওর কেনোকিছুই ভালো লাগতো না। আরমানের কোনো সংবাদও সে পেতো না। আরমানের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল রোজির মেজ ভাই নজরুল। তারও কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না।
যুদ্ধের উত্তাল সময়গুলো ওদের কাটলো অন্যরকম উত্তেজনায়, জীবন মৃত্যু হাতের মুঠোয় নিয়ে। তারপর স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উঠলো দেশের ভাগ্যাকাশে।
বীরের তাজ মাথায় নিয়ে ফিরে এলো আরমানরা। আরমান বাড়ি ফিরে দেখল তার বাবা মাকে পাকিস্তানি বর্বররা হত্যা করেছে। আরমান যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল, নয়মাস যুদ্ধ করেছিল, সে স্বপ্ন তার চোখ থেকে মুছে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ঘরবাড়ি ছাড়া মানুষেরা আবার সব ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু ঢাকা শহর তখন প্রায় মৃতের শহর। যেদিকে চোখ যায় চোখে পড়ে ভাঙ্গাচোরা বাড়ি আর ক্ষুধাতুর মানুষের শ্রীহীন মুখের মিছিল।
কল কারখানা আছে কিন্তু মেসিনপত্র নেই। প্রডাকশন চালানোর রসদ নেই। ওরা সরকারী বাড়িতে থাকত, বাবা মারা যাওয়ায় সেই বাড়িতে থাকার পারমিশনও নেই। ব্যাংকে বাবার যেসব টাকা পয়সা ছিল সেই ব্যাংক ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যাংকের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।
এক কথায় আলি আরমান পথের ভিখারি হয়ে গেছে। আরমানের মামা বাড়ি কোলকাতায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো সে আবার কোলকাতায় ফিরে যাবে। কারণ, ঢাকায় তার একদম মন বসছিল না। তার সিদ্ধান্তের কথা রোজিকেও জানালো। বলল, আমাদের বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানিয়ে দাও। চলো, আমরা কোলকাতায় চলে যাই। সেখানে আমার মামারা আছে, চাচারা আছে। বাবার কিছু বিষয় আশয় আছে। সেখানে গেলে অন্তত না খেয়ে মরবো না।
রোজি বলল, না। এখনি একটা বাড়তি ঝামেলা তোমাকে ঘাড়ে নিতে হবে না। তার চেয়ে তুমি একা যাও। আগে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থতি আয়ত্বে আনো। যদি ভালো মনে কর তাহলে আমাকে নিয়ে যেও। আমিও এদিকে চাকরি বাকরির চেষ্টা করবো। যদি সুইটেবল কিছু মিলে যায় তাহলে আমরা ঢাকাতেই থাকবো।
-ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে।

চলবে

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

সময় এবং জীবন

ড. ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

পূর্ব প্রকাশের পর

এদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত এদের জন্যে নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয় ? (হুদ-৮১)

যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক এদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। এরা যা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত; (হুদ-১১১)

মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপালায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। (বনী ইসরাঈ-৩৫)

সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।(বনী ইসরাঈ-৭৮) হায়, যদি কাফিররা সে সময়ের কথা জানত যখন এরা এদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং এদেরকে সাহায্য করাও হবে না! (আল আম্বিয়া-৩৯)

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ের অনুমতি

গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে এবং তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের এক-কে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (আন নূর-৫৮)

আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসে নাই তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। এরপর তিনি যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। (আয্-যুমার-৪২)

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্ র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়-বহু কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (আল হাদীদ-১৬)

আর আমি এদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (আল কলম-১৮)

কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (দাহর/ইনসান--০১) এবং রাত্রির কিছু অংশে তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সিজদায় অবনত হও আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (দাহর-২৬) দিনকে করেছি জীবিকা আহরনের সময়। (নাবা–১১)

তোমার জন্যে পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। (দোহা-০৪)

সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'য়ালার) উপর ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সেই (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে, এবং একে অপরকে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর)

সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে।

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি: ২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ: ১৭৭৩৪, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬:১১১, মিশকাত: ২২১০, সহিহ্ আলবানি)।

পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদিস শরিফে রয়েছে, 'রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক কদমও নড়তে পারবে না। তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কি না?' (তিরমিজি ৪:৬১২/২৪১৬, মিশকাত: ৫১৯৭, ইবনে হিব্বান, সহিহ্ আলবানি)। কিন্তু মানুষ মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন।

প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন করো ও তার সদ্ব্যবহার করো। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।' (বায়হাকি, শোআবুল ইমান: ১০২৪৮, মুসনাদে হাকিম: ৭৮৪৬, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৪:২০৩, সহিহ্ আলবানি)।

পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেক আমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদ আমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে তা–ও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ, মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎ কর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদ আমল হিসেবেই পরিগণিত হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাই কে সময়ের সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন।

সিডনিতে একজন বাংলাদেশির লাশ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত মেট্রোভিল নামক সবার্বের Beauchamp Road এর হাউজিং কমিশনের কোনো এক বাসায় একজন বাংলাদেশির লাশ সনাক্ত করা হয়েছে। সুপ্রভাত সিডনির অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ৬০ বছরের জনৈক বাংলাদেশী উক্ত ইউনিটে একাই থাকতেন। নোয়াখালীস্থ উক্ত ভদ্রলোক কমিউনিটির কারো সাথে তেমন মিশতেন না। প্রতিবেশীরাও কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

পঁচা দুর্গন্ধ ঘরের ভিতর মারুব্রা পুলিশ ও এম্বুলেন্স যেয়ে লাশ নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। কমিউনিটির পক্ষ থেকে রুহুল আহমেদ সওদাগর ও মোস্তাক আহমেদ বিস্তারিত খবর ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের কমিউনিটিতে এ ধরনের মৃত্যু সত্যি দিন দিন বেড়েই চলছে। একা থাকার সুফল বা কুফল যাই থাকুক না কেন, আমরা এ ধরনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি।

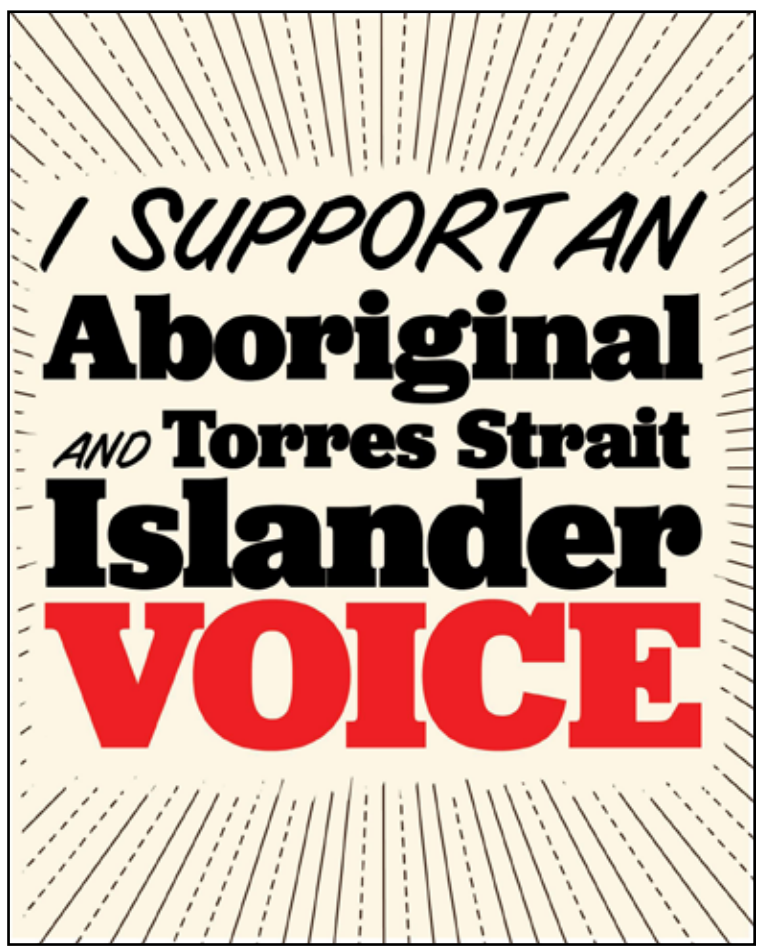

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2023
Year-15

অমুসলমানদের জন্য একমাত্র হেদায়েতের দোয়া

ড. ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

আল্লাহ তাআলা বলেন, "কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তখন তার ডাকের জবাব দিয়ে থাকি "। (সূরা বাকারাহ,আয়াত :১৮৬)

দু'আর আভিধানিক অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, আহবান করা,আমন্ত্রণ করা, বিনীত নিবেদন করা ইত্যাদি।পারিভাষিক অর্থে দু'আ হলো, মহান সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও মনিব আল্লাহ্রা ব্বুল আলামীনের কাছে বিনয়, নম্রতা ও যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, মনের আকুতি ও হৃদয়ের বাসনা পূরণের নিবেদন করা, তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করা, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি চাওয়া, তাঁর প্রকৃত দাস ও অনুগত বান্দা হবার তওফীক কামনা করা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া, জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা, তাঁর দয়া ও রহমতের আবদার করা,যাবতীয় নেকী ও কল্যাণের আবেদন করা, যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং সত্য ও নেকীর পথে চলার হিম্মত, ধৈর্য ও দৃঢ়তা
প্রার্থনা করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করা। দু'আ একটি ইবাদত, তাই দু'আ কেবল আল্লাহর কাছেই করতে হবে।

• দু'আ ও প্রার্থনাকারীর মর্যাদা:

দু'আ ও দায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-এর কতিপয় হাদিস নিম্নরূপ :

• আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে অধিক সম্মানজনক কোনো জিনিস নেই। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

• দু'আ ছাড়া অন্য কিছু তাকদীর ফিরাতে পারেনা, আর নেকী ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারেনা। (তিরমিযী : সালমান)

• দু'আ ইবাদতের মস্তিষ্ক। (তিরমিযী : আনাস রা.)

• যে আল্লাহ্র কাছে চায়না, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগ করেন। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

• কবুল হবার আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করো। আর
জেনে রাখো অচেতন অমনোযোগী অন্তরের দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেননা। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

• তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো হাতের পেট দিয়ে, পিঠ দিয়ে নয় এবং প্রার্থনা শেষে তা দিয়ে মুখমন্ডল মুছে নাও। (আবু দাউদ : ইবনে আব্বাস রা.)

• তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল দাতা। তাঁর কোনো বান্দাহ যখন তাঁর দরবারে হাত তুলে কিছু চায়, তখন তিনি তার হাত দুটি খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ : সালমান ফারসী রা.)

অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করলে তা অতি দ্রুত কবুল হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.)

• উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম সা. এর কাছে উমরা করতে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি
আমাকে অনুমতি দিয়ে বললেন : 'ভাই! তোমার নিজের জন্যে দু'আ করার সময় আমাকেও স্মরণ রেখো, আমার জন্যেও দু'আ ক'রো,
আমার জন্যে দু'আ করতে ভুলে যেয়োনা।' উমর বললেন : তাঁর এই কথাটা আমাকে এতোই খুশি ও আনন্দিত করেছে যে, গোটা বিশ্ব দান
করলেও আমি এতোটা খুশি হতাম না। (আবু দাউদ : উমর রা.)

• তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল না করে ফেরত দেয়া হয়না।

ক. রোযাদার ইফতারের সময় যে দু'আ করে,
খ. ন্যায়বান সুবিচারক নেতার দু'আ এবং
গ. মযলুমের দু'আ। (তিরমিযী : আবু হুরাইরা রা.)

• তিনটি দু'আ যে কবুল হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
সেগুলো হলো :
ক. সন্তানের জন্যে বাবা-মা'র দু'আ,
খ. পথিকের দু'আ,
গ. মযলুমের দু'আ। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ : আবু হুরাইরা রা.)

• কোনো মুসলমানের দু'আয় যদি পাপ কাজ ও রক্ত সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না থাকে, তবে দু'আর জন্যে এই তিনটি ফলের একটি ফল অবশ্যি
আল্লাহ্ তাকে দান করবেন। সেগুলো হলো :
ক. হয় দুনিয়াতেই তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করবেন,
খ. নয়তো পরকালে তাকে এর প্রতিফল দান করবেন,
গ. অথবা তার থেকে অনুরূপ কোনো অমংগল দূর করে দেবেন।
রসূলুল্লাহর এ বক্তব্য শুনে সাহাবীরা বললেন, 'তবে তো আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো।' নবী করীম সা. বললেন : আল্লাহ্ও
অধিক অধিক দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ : আবু সায়ীদ খুদরী রা.)

• পাঁচ ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয় :
ক. মযলুমের দু'আ- যতোক্ষণ সে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে,
খ. হজ্জ পালনকারীর দু'আ- যতোক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে আসে,
গ. মুজাহিদের দু'আ- যতোক্ষণ সে নিষ্ক্রীয় হয়ে বসে না পড়ে,
ঘ. রোগীর দু'আ- যতোক্ষণ সে সুস্থ না হয়,
ঙ. দূরে থেকে মুসলমান ভাইয়ের জন্যে মুসলমান ভাইয়ের দু'আ।
(বায়হাকী : ইবনে আব্বাস রা.)

গ. দু'আর আদব ও নিয়ম

১. দু'আ একটি ইবাদত, বরং ইবাদতের মগজ। সুতরাং দু'আ প্রার্থনা কেবল আল্লাহ্র কাছেই করতে হবে। দু'আতে অন্য কাউকেও শরীক
করা যাবে না; অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ প্রার্থনা করা যাবে না।

২. দু'আ প্রধানত দুই প্রকার :
ক. গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা এবং
খ. পরকালীন ও জাগতিক যাবতীয় কল্যাণ চাওয়া।

৩. ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার নিয়ম হলো : গুনাহ বা অপরাধ স্বীকার করতে হবে। অনুতপ্ত হতে হবে (অর্থাৎ অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ
মনকে দু:খ ভারাক্রান্ত করে তুলবে)। বিনয় ও কাতর অনুভূতির সাথে (সম্ভব হলে অশ্রুপাত ও কান্নাকাটি করে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।
আন্তরিকতার সাথে ঐ অপরাধ আর না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সিদ্ধান্তের উপর অটল অবিচল থাকতে পারার জন্যে আল্লাহ্র কাছে
সাহায্যের আবেদন করতে হবে। এটাই হচ্ছে তওবা ও ইস্তেগফার ।

৪.দু'আ করতে হবে পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে।

৫.জাগতিক ও পরকালীন প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, যা হালাল ও বৈধ তাই চাইতে হবে, হারাম ও অবৈধ কিছু চাওয়া যাবেনা।

৬.দু'আ করতে হবে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথে। মনে করতে হবে আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর
রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না। তিনি যাকে চান উঠাতে পারেন, যাকে চান নামাতে পারেন। জীবন মৃত্যু, জান্নাত জাহান্নাম, কল্যাণ
অকল্যাণ, লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ, উন্নতি অবনতি এবং শাস্তি ও পুরস্কার যাবতীয় কিছু কেবল তাঁরই মুষ্টিবদ্ধ এবং নিষ্ঠা ও নেক
নিয়তের সাথে যে তাঁর কাছে চায় তিনি তাকে দান করেন । ৭. দু'আ করতে হবে পূর্ণ মনোযোগের সাথে এবং মনের মণিকোঠা
থেকে। যা চাওয়ার, তা চাইতে হবে বুঝে শুনে পূর্ণ অনুভূতি ও চেতনা বোধের সাথে, চাইতে হবে পূর্ণ আবেগ ও আশা নিয়ে। না
বুঝা ও অমনোযোগী দু'আ কবুল হবার সম্ভাবনা নেই । (সূত্র : সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী)

৮. দু'আ করতে হবে নিশ্চয়তার সাথে। বলতে হবে, আমি এই এই জিনিস তোমার কাছে চাই। আমাকে এটা এটা দাও। এমনটি বলা
ঠিক নয় যে, 'তোমার ইচ্ছা হলে দাও'। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আমার জন্যে যা কিছু কল্যাণকর তা সবই আমাকে দাও। (সূত্র :
সহীহ বুখারী।)

৯. আল্লাহ্ ভাণ্ডারকে বিশাল ও অপূরণীয় মনে করে বড় করে, বেশি করে এবং সর্বোত্তমটা চাইতে হবে। আল্লাহ্র কাছে বেশি বেশি চাওয়ার
ক্ষেত্রে কৃপণতা করা খারাপ।

১০. দু'আ দাঁড়িয়েও করা যায়, বসেও করা যায়, শুয়েও করা যায়। হাত তুলেও করা যায়, হাত না তুলেও করা যায়। শব্দ করেও চাওয়া যায়,
নি:শব্দেও চাওয়া যায়। কারণ দু'আ তো হলো চাওয়া। আর চাইতে হয় মন থেকে। মহান আল্লাহ্ মনের খবরও রাখেন, মুখের কথাও
শুনেন। তাই উপরোক্ত যে কোনো প্রকারেই মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় ।

১১. দু'আ যেমন নিজের জন্যে করা যায়, তেমনি অন্যদের জন্যেও করা যায়। তবে শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে। তারপর পিতা মাতা,
স্ত্রী/স্বামী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুমিনের জন্যে।

১২. অমুসলমানদের জন্যে হিদায়াত' চেয়ে দু'আ করা যাবে।

১৩. কারো জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়। দু'আতে কারো ক্ষতি ও
অকল্যাণ চাওয়া ঠিক নয় ।

১৪. আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নবী করিম সা. এর প্রতি দরূদ পাঠ করে
দু'আ আরম্ভ ও শেষ করা উচিত।

১৫. দু'আর ফল লাভের জন্যে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। ফল না দেখে নিরাশ হয়ে দু'আ ত্যাগ করা মোটেও সমীচীন নয়। দু'আর সুফল
আল্লাহ্ দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন, আখিরাতেও দিয়ে থাকেন। প্রার্থনাকারী সব সময় ফল টের নাও পেতে পারে। আর একটা
ইবাদত হিসেবে দু'আর সওয়াব তো অবশ্যি পাওয়া যাবে। (সূত্র : সহীহ মুসলিম)

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

অমুসলমানদের জন্য একমাত্র হেদায়েতের দোয়া

২২ পৃষ্ঠার পর

১৬. দু'আ সুখের সময়, দুঃখের সময় এবং সব সময়ই করা উচিত।
১৭. কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম ।
১৮. কষ্টসাধ্য না হলে দু'আর পূর্বে অযু করে নেয়া উত্তম ।
১৯. অপরের জন্য দু'আ করার সময় প্রথমে নিজের জন্যে দু'আ করে শুরু করা কর্তব্য।
২০. আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার সময় তাঁর সুন্দর নাম সমূহের উসীলা করে চাওয়া উত্তম। যেমন, ক্ষমা চাওয়ার সময় ইয়া গাফফার, ইয়া
গাফূরুর রাহীম, (হে মহা ক্ষমাশীল, হে ক্ষমাশীল দয়াময়) বলে চাওয়া। এভাবে তাঁর গুণবাচক নাম সমূহের অর্থ অনুযায়ী উপযুক্ত ও
যথার্থ প্রয়োগ করে দু'আ করুন।
২১. নিজের কৃত কোনো নেক আমলের উসীলা করেও আল্লাহ্র কাছে কিছু প্রার্থনা করা বা সাহায্য চাওয়া যায়।
২২. কারো জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়। নবী করীম সা. বলেছেন : তোমরা নিজের জন্যে নিজের সন্তানের জন্যে এবং নিজের সম্পদের, জন্যে বদ দু'আ করোনা। (সূত্র : সহীহ মুসলিম)
ঘ. যেসব সময়, অবস্থা, স্থান ও ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়
মূলত সব সময়, সব অবস্থা এবং সব স্থানেই দু'আ কবুল হয়। তবু কুরআন হাদিসে কিছু কিছু সময়, অবস্থা ও স্থানের কথা বিশেষভাবে
উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :
১. কদর রাত ।
২. শেষ রাত ।
৩. ফরয নামাযের পর।
৪. সিজদারত অবস্থায় ।
৫. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।
৬. আযানের সময়।
৭. রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ।
৮. আল্লাহর পথে জিহাদে যাত্রা করার সময় ।
৯. জুমার দিন।
১০. এক সিজদা শেষ করে অপর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে বা অবস্থায়।
১১. বৃষ্টি নামার সময় ।
১২. যমযমের পানি পানকালে ।
১৩. রাতে নিদ্রা ভংগ হলে।
১৪. কারো মৃত্যুর খবর শুনে ।
১৫. নামাযের শেষ বৈঠকে আততাহিয়্যাতু এবং দরূদ পড়ার পর।
১৬. কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্যে দু'আ করা হলে ।
১৭. আরাফার দিন আরাফাতে।
১৮. রমযান মাসে।
১৯. ইফতারের পূর্বে।
২০. মুসলিমদের দীনি আলোচনার মজলিসে।
২১. বিপদের সময় ।
২২. রোযা থাকা অবস্থায় ।
২৩. যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের দু'আ।
২৪. সন্তানের জন্যে পিতা মাতার দু'আ।
২৫. সন্তানের উপর পিতা মাতার বদ দু'আ।
২৬. মুসাফিরের দু'আ।
২৭. অক্ষম ও মজবুর ব্যক্তির দু'আ।
২৮. ন্যায় পরায়ণ সুবিচারক নেতার দু'আ।
২৯. পিতা মাতার জন্যে সৎ সন্তানের দু'আ।
৩০. অযুর পর পর।
৩১. কা'বা ঘরে ।
৩২. সাফা ও মারওয়ায়।
৩৩. মাশয়ারিল হারামে।
৩৪. আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা এবং ভীতি ও ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি হলে ।
৩৫. রোগীর দু'আ ।
একথা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব সময়ই তাঁকে ডাকতে এবং তাঁর কাছে চাইতে বলেছেন। উপরে যেসব স্থান কাল পাত্রকে খাস করা হয়েছে, এগুলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অতিরিক্ত দয়া । যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের জন্য দোয়া করেন, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন (আবু দাউদ)
(-আল কুরআনের দু'আ, আদুস শহীদ নাসিম। আল্লাহ তাআলা লেখকের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন)
• অমুসলিমের জন্য দোয়া :
অমুসলিম প্রতিবেশী বা পরিচিত কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে না-এমন একটি ধারণা অনেকের রয়েছে। আবার অনেকে মনে করে যে, মানবিক কারণে 'ঈয়াদাত' করা গেলেও সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে না।
দু'টো ধারণাই ভুল; বরং প্রতিবেশী, আত্মীয় বা পরিচিত কেউ অমুসলিম হলেও অসুস্থ হলে তার 'ঈয়াদাত' করা উচিত। সেক্ষেত্রে একজন মুসলমানের তাকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সম্ভাব্য সকল সেবা-শুশ্রূষা করা, উপরন' তাদের সুস্থতা ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করাতে অসুবিধার কিছু নেই; বরং পারিপার্শ্বিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে এমনটি করাই উত্তম। কোনো বিধর্মী আত্মীয় বা প্রতিবেশী অসুস্থ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখতে যেতেন এবং দ্বীনের দওয়াত দিতেন।

সহীহ বুখারী শরীফে আছে, এক ইহুদী কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে মুসলমান হয়ে গেল। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৫৬, ৫৬৫৭)

সুতরাং কোনো পরিচিত অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া ও তার সুস্থতার জন্য দুআ করার অবকাশ আছে। সম্ভব হলে তার সামনে দ্বীনের দাওয়াতও পেশ করা উচিত। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাকে হক কবুল করার তাওফীক দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবেন।

অমুসলিমদের জন্য করা দোয়া কয়েক প্রকার হতে পারে:–
১। অমুসলিমরা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে, হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় এ ধরনের দোয়া করা। এ ধরনে দোয়া করা জায়েজ এবং উত্তম। রসূল (সা.) এ ধরনের দোয়া করেছেন
হাদিস শরিফে এসেছে,
ইবনে উমর (রা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: 'হে আল্লাহ্! এই দুই জন লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার কাছে অধিক প্রিয় তার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন: আবু জেহেল কিংবা উমর বিন খাত্তাব।' [সুনানে তিরমিযি; হাদিস: ৩৬৮১, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]
২। অমুসলিমদের জন্য গুনাহের ক্ষমা প্রার্থণা করা কিংবা এ-জাতীয় কোন দোয়া করা, এটি হারাম। ইমাম নববী বলেন: 'পক্ষান্তরে, কাফেরের জন্য রহমত প্রার্থনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা এটি কুরআনের দলিল ও ইজমার ভিত্তিতে হারাম।' [আল-মাজমু ৫/১২০]
আল্লাহ তাআলা বলেন-
'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমানদের পথ দেখান না।' (সুরা তাওবাহ : আয়াত ৮০)
"নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।"(সূরা আত তওবা : আয়াত-১১৩)
কুরআনুল কারিমের আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যদি কেউ ঈমানহীন হওয়ার কারণে সুস্পষ্ট জাহান্নামী হয়, যদি সে আত্মীয়ও হয়; তথাপিও তার জন্য মৃত্যুর পর দোয়া করা যাবে না। কাউকে দোয়া করতে বলাও যাবে না। কেননা তা সুস্পষ্ট হারাম। আর যারা হারাম কাজ করবে বা হারাম কাজে উৎসাহিত করবে, তারা হবে সুস্পষ্ট গোনাহগার।
অমুসলিম বা ঈমানহীন ব্যক্তির জন্য দোয়া প্রসঙ্গে হজরত নুহ আলাইহিস সালামের সে ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন তাঁর ছেলে পানিতে ডুবে মরতে ছিল। সে বিষয়টিও আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে তুলে ধরেছেন। আর তাহলো- 'আর নূহ তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার! আমার ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।' (সুরা হুদ : আয়াত ৪৫)
- 'আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।' (সুরা হুদ : আয়াত ৪৬)
তখন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম ঈমানহীন সন্তানের জন্য দোয়া করার আবেদন থেকে ফিরে আল্লাহর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন-
'হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।' (সুরা হুদ : আয়াত ৪৭)
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়। সম্মিলিত দোয়া কবুল হবার কিছু প্রমান দেয়া গেলো।
হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন দু'আ বেশী কবুল হয়? তিনি বললেনঃ শেষ রাতের মাঝে আর ফরয নামাজগুলের পরে। সূত্র: জামে তিরমিযি হাদিস: ৩৪৯৯
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) কে দেখেছি যে,তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন,'রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।' সূত্র: মু'জামে কাবীর (তাবরানী) হাদিস: ১৩৭৯১
মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ: ১০ পৃ: ১৭২ ই'লাউস সুনান খ: ৩ পৃ: ১৬১
হযরত মুগিরা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ নামায শেষে দুআ করতেন। {আততারীখুল কাবীর, হাদীস নং-১৭৭২, ৬/৮০}
যে সকল স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণ রয়েছে। যেমন, নামাজের পর, সূর্যগ্রহণের সময়, কবরস্থানে লাশ দাফনের পর প্রভৃতি জায়গায়; এ সকল স্থানে সম্মিলিত মুনাজাত করা জায়েজ। ই'তেসাম লীল শাতিবী, পৃষ্ঠা নং- ৫৩, দারে ইবনে আফফান, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত/ মিরকাত, খণ্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং-৩১

রাসূল সাঃ প্রতি নামাযের পর এই শব্দে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে পানাহ চাই। এবং অভাব থেকে পানাহ চাই এবং অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থা থেকে পানাহ চাই এবং দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আজাব থেকে পানাহ চাই। {সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৫৪৭৯}
হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,কোন জামাআত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া।
সূত্র: মু'জামে কাবীর (তাবারানী) হাদিস: ৬১৪২
মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ: ১০ পৃ: ১৭২ জামে সগীর হাদিস: ৭৮৯৩
হযরত হাবীব বিন মাসলামা আলফিহরী রাঃ। যিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়া ছিলেন। তাকে একবার একটি বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর তিনি যখন শত্রুর সম্মুখিন হলেন। তখন লোকদের বললেন, আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন "যখনি কোন দল একত্র হয়, তারপর তাদের কথক দোয়া করে, আর অপরদল আমীন বলে তখন আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে নেন"।
সূত্র: মাজমাউয যাওয়ায়েদ হাদীস: ১৭৩৪৭, মুস্তাতাদরাক আলাস সহীহাইন: ৫৪৭৮, আলমুজামুল কাবীর, হাদীস নং-৩৫৩৬
হযরত আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশি ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত।
সূত্র: ইবনে মাজা হাদিস: ৮৫৬ মুসনাদে আহমাদ:২৫০২৯ জামে সগীর: ৭৭৭১ ফাতহুল গফফার খ: ১ পৃ: ৩৩৮
হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন গ্রাম্য সাহাবী রাসূল সাঃ এর কাছে আসলেন জুমআর দিন। এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিনিস পত্র, পরিবার, মানুষ সবই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে রাসূল সাঃ তার উভয় হাত উত্তলোন করলেন দুআর উদ্দেশ্যে। উপস্থিত সবাই রাসূল সাঃ এর সাথে দুআর জন্য হাত উত্তোলন করলেন। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১০২৯}
ফরজ নামাজের পর দোআ করা হাদিসের ছয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাব অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার মাধ্যমে প্রমাণিত। অন্যদিকে দোআর সময় হাত তোলার কথাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই, যাতে ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোআ করাকে হারাম কিংবা নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জামানা থেকে আজ পর্যন্ত হাজার বছর ধরে ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোআ করার নিয়ম চলে আসছে। এতে কেউ আপত্তি করেনি। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর মতো অগণিত ফকিহ ও মুহাদ্দিস চলে গেছেন। কোনো একজন ইমামও এ বিষয়ে আপত্তি করেননি। শুধু ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি আপত্তি জানিয়েছেন। আহলে হাদিসের আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানীর অনুকরণে বর্তমানে কিছু লা-মাজহাবি আলেম ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মোনাজাত সম্পর্কে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা শরিয়তের যুক্তিতে কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হ্যাঁ, যাঁরা ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মোনাজাত করাকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন, তাঁরাও ভুলের মধ্যে আছেন। জায়েজ কাজকে বাধ্যতামূলক মনে করাও শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। এতে সন্দেহ নেই।দোআর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়ের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ২২টি জায়গায় দোআ করার হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে ফরজ নামাজের পর অন্যতম।
আল্লাহর রাসূল (সা.) যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দোয়ায় মত্ত হয়ে যেতেন। ইসলামের অন্যতম ইবাদত হচ্ছে দোয়া। হাদিসে দোয়াকে ইবাদতের মগজ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যখন তোমার কাছে আমার বান্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন বলে দাও যে), নিশ্চয়ই আমি তাদের কাছে। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় ও ঈমান আনয়ন করে। আশা করা যায়, তারা সফলকাম হবে। ' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬)।
কেউ অতি উৎসাহী হয়ে অমুসলমান প্রতিবেশী বা বন্ধুর জন্য মৃত্যুর পর জান্নাতের দোয়া করা হারাম বা নিষেধ। যে বেক্তি বা যারা অমুসলমানের মৃত্যুর পর জান্নাতের দোয়া করিবে তারা গুনাহগার হবে। তওবা করে আল্লাহ্পাক থেকে মাফ করিয়ে নিতে পারলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অজ্ঞতার বশতঃ এমন লোক দেখানো দোয়া পক্ষান্তরে নিজের ধ্বংসের দোয়া করার শামিল। তাই, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নর নারীর জন্য আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন। গোমরাহ মানুষের পিছনে হেটে জাহান্নামী না হয়ে প্রকৃত দ্বীনদার লোকের সাথে উট বস করার তাগিদ সর্বত্র।

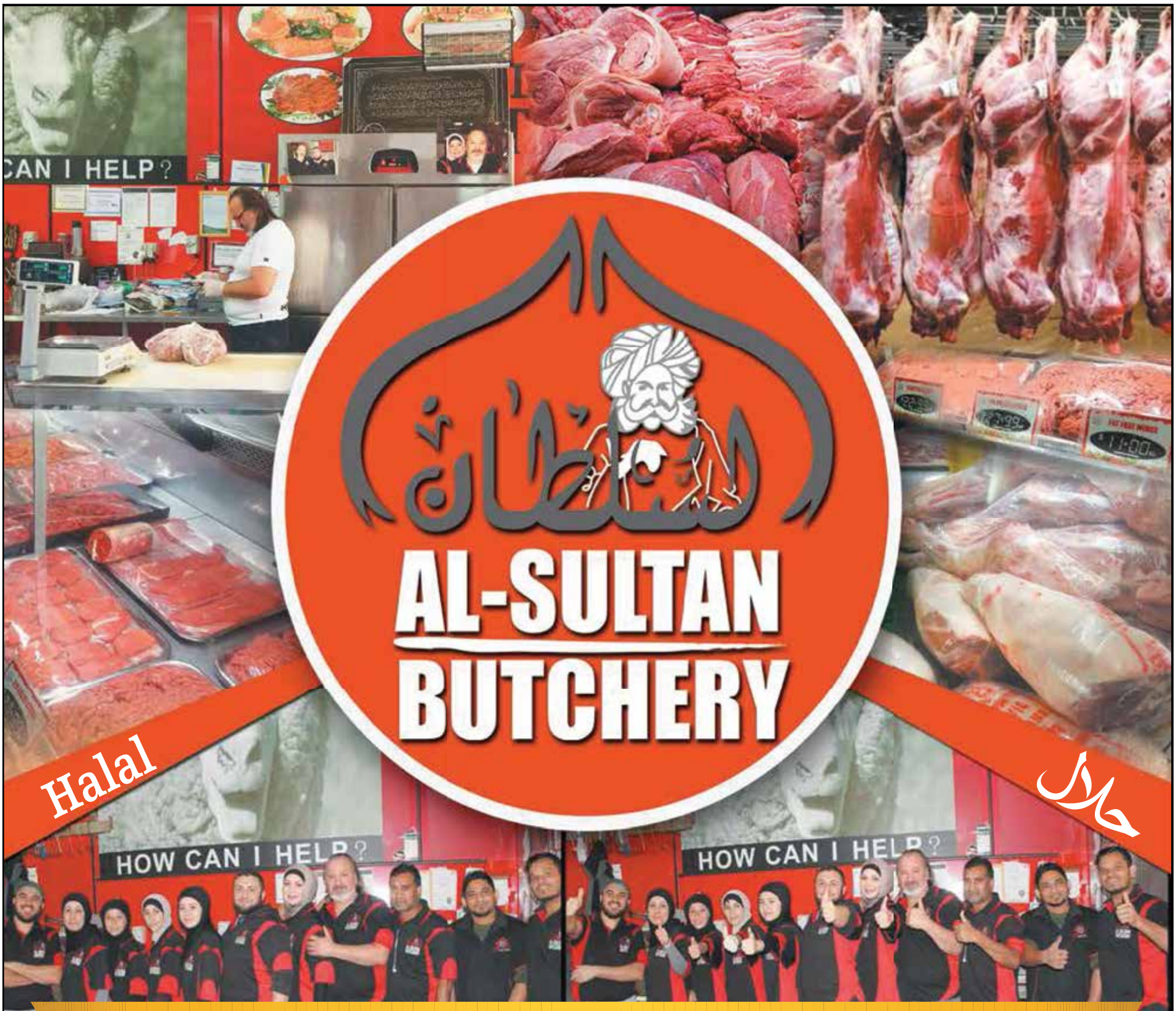

CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

ঘোর

আহমদ রাজু

মিলন কুমারের বহু কাঙ্ক্ষিত চাওয়াটাই বুঝি সত্যি হলো। আজ সে মনিহার সিনেমা হলে প্রথম পা রাখবে! বহু মিনিট-বহু ঘন্টা সর্বোপরি বহুদিন সে অপেক্ষায় ছিল এই দিনটার। জীবনে খুব বেশি শখ নেই তার; অন্তত নিজেকে নিয়ে। টানাটানির সংসারে সখ থাকতে নেই তা সে ভাল করেই জানে। যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে সখতো একটা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়তো এমন সখ অনেকেরই আছে-ছিল। যাদের ছিল তারা কেউ কেউ ইতিমধ্যে পূরণ করেছে, আর যাদের আছে তারা যথাসময়ে পূরণও করবে। মিলন কুমারের শখ এমন আহমরি কিছু নয়, যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মনিহার সিনেমা হলে একটা সিনেমা দেখা। কী আর এমন সখ! সেই ছেলেবেলায় টানাটানির সংসারে বাবাকে সাহায্য করতে পরের সেলুনে কাজ নিয়েছিল। কাজ শিখে একসময় নিজেই সেলুনের মালিক হয়েছে সত্যি তবে দারিদ্রতা আর অর্থনৈতিক সংকট তার পিছু ছাড়েনি আজো। তবে সবচেয়ে বড় কথা, সবার সখ থাকতে নেই; মিলন কুমার-রাই তার বড় প্রমাণ।

এক চালা টিনের চালের ওপর বাংলালিংকের সাইনবোর্ড। নিচের দিকে ছোট করে লেখা "মিলন হেয়ার কার্টিং সেলুন"। সেলুনের সাথে বাংলালিংকের বিশেষ কী সম্পর্ক তা জানা না গেলেও এদের কল্যাণে যে সেলুনটার নাম সবাই জানতে পারছে এটাই বড় কথা। বাংলালিংকের অতি উৎসাহের কারণে সেলুনের নামটা সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। মিলন কুমার নিজে টাকা খরচ করে কখনো সেলুনের সাইনবোর্ড টাঙাবে বলে মনে হয় না। আর তার কী-ই বা দরকার সাইনবোর্ডের? "মিলনের সেলুন" সেতো এক নামে চেনা।

এবার ঈদে সেলুনে খুব ভীড় ছিল। এর অবশ্য বিশেষ কারণও আছে। একেতো রোজার ঈদ- তার ওপর গ্রীষ্মকাল। সারা মাসটা একদম যাচ্ছেতাই। সেলুনের নূন্যতম খরচটাও উঠাতে কষ্ট হয়। সেসব ক্লান্তি আর হতাশা এই কয়দিনে দূর হয়ে গেছে। সবাই কমবেশি চুল-দাড়ি কাটিয়েছে। আয় যা হয়েছে তা বেশ। তবে সেই টাকা যে তৈয়েব আলীকে দিয়ে দিতে হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। না হলে তাকে আর দেখে কে। তৈয়েব আলী মিলন কুমারের কাছে অনেক টাকা পাবে এখনও। তার কাছ থেকে সুদ নিয়েইতো এই ঘরের জামানত দিয়েছিল। সে আরো দশ বছর আগের কথা। নিয়েছিল দশ হাজার টাকা। প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু দিলেও ঈদে কাজ করে সিংহভাগ টাকা তাকেই দিয়ে দিতে হয়। এখনও নাকি ত্রিশ হাজার সাতশত আশি টাকা পাওনা! মিলন যতই শোধ করে দিতে চায় ততই দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে টাকার পরিমাণ। সে জানে না এর শেষ কোথায়।

তৈয়েব আলীকে পনের হাজার টাকা দিয়ে যা ছিল তা দিয়ে বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যদি কিনে হাত একেবারে শূন্য মিলন কুমারের। তবে আজ সে মনিহার সিনেমা হলে যাবেই। কাছে টাকা না থাকলেও মন তার ফুরফুরে। সে আগে থেকেই জানতো ঈদের আয় তার ভাগ্যে জুটবে না। তাইতো সে মাঝে মধ্যে এক টাকা বাঁচিয়ে ক্রিমের কৌটার ভেতরে রেখে দিত। সেটা খুলে গুনে দেখে ছিয়াত্তর টাকা জমা হয়েছে। সেই টাকা নিয়ে যখন যশোরের উদ্দেশ্যে বসুন্দিয়া থেকে বাসে উঠে তখন বিকাল চারটা। লাল রঙের প্যান্ট, কচি কলাপাতা রঙের শার্ট, পায়ে প্লাষ্টিকের জুতা, চোখে কালো চশমায় এক অন্যরকম দেখায় মিলন কুমারকে। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে নাপিতের কাজ করে। নিজেকে ক্ষণেক অবুঝ মনের নায়ক ভাবতে শুরু করে। ঘুম আসে ঘুম ভাঙে; এভাবেই কখন যে যশোরে এসে পৌঁছায় তা সে বুঝতেই পারে না। চলতি শো ভাঙতে আরো বেশ কিছু সময় বাকী। এখনই সিনেমা হলের সামনে লোকে লোকারন্য; তীল ধারণের জায়গা নেই। সবাই সিনেমা দেখতে এসেছে! সারাদিন তাহলে কত লোক আসে? নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করে মিলন কুমার। তার মাসির ছেলে প্রল্লাদ বলেছিল, টিকিট প্রথমে না কাটলে পরবর্তীতে না পাবার সম্ভবনা বেশি। তাইতো সে ভীড় ঠেলে টিকিট কাউন্টারের দিকে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। একপ্রকার যুদ্ধ করে যখন কাউন্টারের কাছে পৌঁছায় তখন সে ঘেমে নেয়ে একাকার। টাকা হাতে ছিদ্র দিয়ে হাত ঢুকিয়েও বিপদ। হাতে টিকিট পেলেও হাত বার করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। তিনজনের তিনটি হাত এক সাথে ছিদ্রটির ভেতরে ঢোকানো যে! এখানে অনেক সময় ভীড়ের ভেতর ব্লেড দিয়ে হাতে পোচ দেয় দুষ্টু লোকেরা। সে টিকিটসহ হাত বের করে যখন একটু ফাঁকা জায়গায় আসে তখন সে অনুভব করে সোনার হরিণের। যে সে সোনার হরিণ হাতে পেয়েছে। ভীড়ের মাঝে খুব বেশি ঘোরাফেরা করতে না পারলেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে তার খারাপ লাগে না। দু'টাকার বাদাম কিনে খেতে খেতে হলের সামনে টাঙানো বড় কাপড়ে আঁকা অবুঝ মন সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে। মন তার পুলকিত হয়, হৃদয়ে শিহরণ জাগে। যদিও তার শরীর ঘামে নেয়ে একাকার। মাঘের শেষ। শীত এখনও শেষ হয়ে যায়নি। অথচ এই সিনেমা হলের সামনের মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে চৈত্রের মাঝ দুপুরে তারা রিলিফের চালের জন্যে অপেক্ষা করছে। ভীড়ের স্রোত এত যে, দুর্বল চিত্তের মানুষেরা সিনেমা দেখার জন্যে টিকিট কাটাতো দূরের কথা, কাউন্টার পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না। কেউ কেউ টিকিট না কাটতে পেরে মনে দুঃখ নিয়ে দু'চারদিন ফিরেও গেছে বাড়িতে। এখানেই মিলন কুমার সফল যা এক বাক্যে স্বীকার করবে সবাই।

শো শেষ হলে মিলন কুমার ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত-পুলকিত; আন্দোলিত তার হৃদয়। সে লাইন ধরে হলের ভেতের প্রবেশ করলে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে একজন সামনের সারিতে সিট দেখিয়ে দিলে সেখানে যেয়ে বসে। যাকে বলা হয় থার্ড ক্লাস। এখানকার টিকিট অবশ্য সে ইচ্ছা করেই কিনেছে। কাছ থেকে রাজ্জাক-শাবানাকে দেখবে সে। আগেই জেনে এসেছিল দূর-আর কাছের পার্থক্য। কোন ক্লাসের টিকিটের কেমন দাম, আর কোন ক্লাস কোন জায়গায় বসতে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শো শেষ হলে হলের ভেতরে আলো জ্বলে ওঠে। চারিদিক একেবারে ফকফকা। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়। সবকিছু ঝাপসা দেখে। সিনেমা চলাকালীণ সময়ে সে অবিরাম চোখের জল ফেলেছে, শাবানার কষ্টে- রাজ্জাকের হতাশায়। হাতের তালু দিয়ে চোখে জমে থাকা পানি মুছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। শাবানার কথা ভেবে তার তখনও কান্না পায়; কাঁদতে পারে না। পাছে সবাই কী না কী ভাবে। তবে ভেতরে ভেতরে তার হৃদয়ে যে ক্ষরণ শুরু হয়েছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। এর আগে কখনও এমন হয়নি। কোন কারণে কারো ব্যথায় ব্যথিত হয়নি তার হৃদয়। আজ এই সিনেমা দেখার সময় মনে হয়েছে সে ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছে।

সবার শেষে হল থেকে বের হয় মিলন কুমার। অবশ্য এটা ইচ্ছা করেই করেছে। জীবনে হয়তো আর কোনদিন আসা হবে না। যে কারণে হলের ভেতরের সবকিছু দেখে নেয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশেষ করে মনিহার সিনেমা হলের ভেতরের নান্দনিকতা তাকে প্রচণ্ড মুগ্ধ করে। সে কল্পনাও করেনি মনিহারের ভেতরে এমন মুগ্ধকর পরিবেশ। হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ রাখে। রাত ন'টা বেজে পঞ্চাশ মিনিট! সে হঠাৎ বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করে। তাইতো হলের বারান্দা থেকে বের হয়ে সামনের রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। এই রাস্তা দিয়েই বসুন্দিয়া ফিরতে হয়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কোন না কোন বাসগাড়ি পাওয়া যাবেই।

অনেকক্ষণ পরে একটা বাস আসতে দেখে তাতে উঠে পড়ে মিলন কুমার। উঠেই সিট পেয়ে তাতে বসে পড়ে সে। একটু পরেই ঘুমে চোখ বুজে আসে। বাসের সুপারভাইজার ভাড়া চাইলে সে ঘুমের ঘোরেই পকেট থেকে অবশিষ্ট বিশ টাকার নোটটা বের করে তার হাতে দিয়ে আবারো চোখ বোজে। পথের ক্লান্তিতে সে গভীর ঘুমে হারিয়ে যায়।

"মনিরামপুর, মনিরামপুর, মনিরামপুর নামেন।" শব্দটা কানে যেতেই তড়িৎ ঘুম উবে যায় তার। সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। "ইডা কোন জাগা?" প্রশ্ন করে মিলন কুমার।

পাশে বসে থাকা মাঝবয়সী লোকটি বলল, "মনিরামপুর বাজার।"

"কী কন!" বিস্ময়ে হতবাক মিলন কুমার। সে দ্রুত সিট থেকে উঠে গেটের কাছে যায়। লোকটার কথা বিশ্বাস না হওয়ায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সুপারভাইজারকে প্রশ্ন করে, "ইডা কোন জাগা?"

সুপারভাইজার সরল উত্তর দেয়, "মনিরামপুর। তুমি কনে নামবা?"

মিলন কুমার বলে, "আমিতো বসুন্দিয়া মোড়ে যাবো।" তার কণ্ঠস্বর আওড়িয়ে আসে।

"তা এ গাড়িতি উঠলে কেন?"

মিলন কুমার কী উত্তর দেবে তা বুঝতে পারে না। সুপারভাইজার বলল, "এই জাগায় নামো। অন্য গাড়ি রাজারহাট যায়ে তারপর ওখান থেকে বসুন্দিয়ার গাড়ি সারা রাত পাবা। ঢাকার সব গাড়ি রাজারহাট থামে।"

মিলন কুমারকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়।

মনিরামপুর বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু'একটা খাবারের হোটেল আর ঔষুধের দোকান খোলা দেখতে পায় মিলন কুমার। বাস স্ট্যাণ্ডের খনেক দূরে একটি চায়ের দোকানের দিকে চোখ যায়। এগিয়ে যায় সেদিকে। দোকানী আপন মনে চায়ের কাপ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। সে ছাড়া কেউ নেই সেখানে। অবশ্য ভেতরের একেবারে শেষ মাথায় উঁচু চৌকির ওপর রাখা টিভিটা চলছে আপন মনে। দোকানী সেদিকে দু'একবার চোখ দিলেও মন দিয়ে দেখছে না এটা নিশ্চিত। মিলন কুমারকে দেখে বলল, "তুমার কী চাই, চা কিন্তু হবে নানে।"

মিলন কুমার কাচুমাচু করে বলল, "আমার চা লাগবে না।"

"তালি কি চায়?"

"কিছু না।"

মিলন কুমারকে দেখে মনে সন্দেহ হয় লোকটির। বলল, "বাড়ি কনে তুমার?" উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অজানা শঙ্কায় ততক্ষণে মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ কেমন যেন তার বাকশক্তি হারিয়ে গেছে। তবুও সে দোকানীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল, "বসুন্দিয়ায়।"

শুকনো কাপড় দিয়ে চায়ের কাপ মুছে ট্রের ওপর উপুড় করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "এহানে কনে আইছো?"

চোখ ছল ছল করে ওঠে মিলন কুমারের। সে চোখ মুখতে মুছতে বলল, "ভুল করে বাসে উঠে মনিরামপুরি চলে আইছি।"

মিলন কুমারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লোকটি বলল, "কান্দো না; এটটা ব্যবস্থা হবে। শেষ টিপটা এহনও আসেনি। কোন কারণে হয়তো দেরি হচ্ছে। রাস্তায় কোন জাগায় টায়ের বাস্টো ফাস্টো হয়ে গেছে; না হলি এত দেরি কোনদিন তো হয়নি। হয়তো তুমারে নিবার জন্যি দেরি করে আসতেছে।"

কথাটা শুনে কিছুটা প্রাণশক্তি ফিরে পায় মিলন কুমার। তবে কাছে যে কোন টাকা-পয়সা নেই সেটা ভেবে মনটা আবারো খারাপ হয়ে যায়।

"কিছু তো খাওনি মনে হচ্ছে। এই নেও, এখানে বসে খাও।" বলে দোকানের সামনে টাঙিয়ে রাখা প্যাকেট থেকে একটা রুটি আর কাধি থেকে দু'টা কলা টান মেরে ছিঁড়ে মিলন কুমারের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

অচেনা জায়গা। আশে পাশে কেউ নেই। সে যেচে খেতে দিচ্ছে! লোকটির কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে ভেবে বলল, "না থাক লাগবে না। আমার খিদে লাগিনি।"

"আমি বুঝতি পারিছি। কাছে কোন পয়সা নেই তাইতো?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে মিলন কুমার। "পয়সা লাগবে না। আমার তরফতে তুমারে দিলাম; খাও।"

ভয়ে ভয়ে হাতে নেয় সে। তার মনে শত ভাবনার উদয় হয়। লোকটার খারাপ উদ্দেশ্য কী-ইবা থাকতে পারে? কাছে টাকা-পয়সা, মালামাল কিচ্ছু নেই। তবে কী মেরে ফেলবে? কেন মারবে? মেরে তার কী লাভ? তবে দেখে লোকটিকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। মাঝ বয়সি লোকটার, খোচা খোচা দাড়ি। শীর্ণকায় চেহারা। ছ'ফুট উচ্চতার লোকটির শ্যামলা বর্ণ গায়ের রঙ। কপালে নামাজ পড়ার স্পষ্ট দাগ। তখনও মাথায় তার টুপি রয়েছে। হয়তো এষার নামাজ পড়ে টুপি খুলে রাখতে ভুলে গেছে কিংবা সারাক্ষণ টুপি মাথায় দিয়ে রাখে। এমন লোককে খারাপ ভাবার কোন মানেই হয়না ভেবে সে শেষ পর্যন্ত কলা-রুটি হাতে নেয়।

বাঁশ দিয়ে তৈরি বেঞ্চে বসে কলা-রুটি খায় মিলন কুমার। লোকটি গ্লাস ধুয়ে এক গ্লাস পানি পাশে রাখতে রাখতে বলল, "আস্তে আস্তে খাও। চিন্তার কিছু নেই। আমি দেখতিছি কি করা যায়।"

দূরে আলো দেখে লোকটি বলল, "এবার মনে হয় গাড়ি আসতেছে।"

সে পকেট থেকে বিশ টাকার একটা নোট মিলন কুমারের হাতে দিয়ে বলল, "এই বাসে রাজারহাট নামবা। ভাড়া পনের টাকা নেবে। তারপর ওখান থেকে বসুন্দিয়া যাবার অনেক গাড়ি পাবা।"

মিলন কুমার লোকটিকে কী বলে ধন্যবাদ দেবে বুঝতে পারে না। তার চোখ আনন্দে ছল ছল করে ওঠে। বোধকরি এর আগে কোনদিন এত ভাল লাগেনি তার। যে লোকটিকে কিছুক্ষণ আগেও সন্দেহ করেছিল আর সেই লোকটি কিনা তাকে এমন মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করছে? হাজার ধন্যবাদ দিয়েও এমন উপকারের ঋণ শোধ করা যাবে না।

মনের অবস্থা বুঝতে পেরে লোকটি বলল, "তোমার মা-বাপ হয়তো এতক্ষণ চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেচে। সাবধানে যাও। আর হ্যা, কিছু কিছু ভুল আছে যা করতি হয় না।"

ঘরে ফেরার ব্যকুলতা নিয়ে মিলন কুমার যখন বাসে উঠে তখন ঘড়িতে তার রাত এগারোটা তিরিশ মিনিট।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে কিশোর প্রধান অন্তরায়

মেশকাতুন নাহার

শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যেসব নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তারমধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। শিল্প বিপ্লবের ফলে দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিকাশ ঘটেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নির্ভর সমাজব্যবস্থা ভেঙে যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রয়োগ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব সংগঠিত হয়। কারখানা শিল্পের ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে। এর ফলে নারী পুরুষ উভয়েরই কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। আর সেক্ষেত্রে পরিবারের নির্ভরশীল শিশুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিশু কিশোররা অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

সাধারণত ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের দ্বারা সংগঠিত সমাজবিরোধী আচরণকেই কিশোর অপরাধ বলা হয়।

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধই হলো কিশোর অপরাধ।

অপরাধ বিজ্ঞানী বার্ট বলেছেন "কোনো কিশোর কে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অসামাজিক কাজ বা অপরাধের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে"। কিশোর কিশোরীরা সাধারণত আবেগের বশবর্তী হয়ে কিংবা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অপরাধ করে থাকে। উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে ও অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের মতো কোনো পরিকল্পনা করে অপরাধ করে না। কিশোর কিশোরীরা সাধারণত যে ধরনের অপরাধ করে থাকে তা হলো পকেটমার, চুরি, ছিনতাই, স্কুল কলেজের মেয়েদের উত্যক্ত করা অর্থাৎ ইভটিজিং, জুয়া খেলা, নেশা করা, পর্ণ ছবি দেখা প্রভৃতি। ইদানীং কিশোররা গ্যাং তৈরি করে নতুন করে অপরাধের মাত্রা যোগ করেছে। গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এ ধরনের অপরাধের বিভিন্ন চিত্র। তাছাড়া অল্প বয়সে স্মার্টফোন হাতে পাওয়ার কারণে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অপরাধ সংগঠিত করছে। ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে গ্রুপ তৈরি করে গ্যাং তৈরি করে অপরাধ ও অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে। টিকটক এপস ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

বাবা মা উভয়ের কর্মক্ষেত্রের কারণে একদিকে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে পরিবারের শিশু কিশোররা নিরাপত্তাহীনতা জনিত কারণে যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ পাচ্ছে। মোবাইল গেইমস, ইউটিউবে আসক্ত হওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জারে অসৎসঙ্গীর সাথে চ্যাটিং করে অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। বাবা মায়ের আদেশ উপদেশ, লেখপড়া তাদের কাছে বিরক্তিকর। এভাবেই যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ হুমকির সম্মুখীন।

আমরা জানি আজকের শিশুরা আগামীদিনের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতির কর্ণধার। আর শিশু কিশোরা যদি বিপথগামী হয় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে পারিবারিক ভাঙন, বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্যকলহ, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে অসামঞ্জস্যতা অন্যতম। যার ভুক্তভোগী বেশিরভাগ শিশু কিশোররা। যেসব পরিবারে দাম্পত্যকলহ, বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে সেসব পরিবারের শিশু কিশোররা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় পড়ে যায়। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, আচার আচরণ সঠিকভাবে গড়ে উঠে না। এমন পরিবারের শিশু কিশোররা বিচ্যুত আচরণ করে থাকে এক পর্যায়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

তাছাড়া বস্তি এলাকায় ঘিঞ্জি পরিবেশে শিশু কিশোররা অপরাধের দিকে ধাবিত হয়। ঘিঞ্জি পরিবেশের কারণে খুব সহজেই প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে মিশে তারাও অপরাধী হয়ে ওঠে। মাদকাসক্ত, চোরাচালান, ধর্ষণসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে যায়।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারসহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার থেকেই একটা শিশুর বেড়ে ওঠা। তাই সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে পরিবারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশু কিশোরদের ব্যস্ত রাখতে হবে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশু কিশোরদের উন্নত বিকাশে ভূমিকা রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সেলিং এর জন্য বিদ্যালয়ে সমাজকর্মী নিয়োগ করা জরুরি।

এখনো আমাদের দেশে পর্যাপ্ত শিশু কিশোর সংশোধনী ইন্সটিটিউট গড়ে ওঠেনি। যেখানে অপরাধী বা উশৃংখল শিশু কিশোরদের আচরণ সংশোধন করে সমাজে পুনর্বাসিত করার সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিশু কিশোর আইনের যথাযথ প্রয়োগ, কিশোর আদালতের সুসংগঠিত বিচার কার্যক্রম- প্রতিটি স্তরে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কিশোর অপরাধ সমাজ থেকে দূরীভূত হতে পারে।

ধ্রুব-পংক্তি ও নারী

নন্দিনী আরজু রুবী

ছায়া কুড়োতে কুড়োতে রোদের প্রান্তে এসে,
ঘোর লাগে, আলোর শিশিরে ভেজা পরিশুদ্ধ পথ!
এই ধ্রুব-অবগাহনে কোনো ছায়া নেই!

অকাট্য অথবা ভ্রান্ত বেশে আষ্টেপৃষ্ঠে সেইসব গ্লানি নেই!
কোটি জন্মের অন্ধত্ব, ভেবেছো কি অমোঘ ঐশ্বরিক?
পাঁজর খুলে মতান্তরে তুমুল জেগে ওঠার তাড়না,
অজস্র ছায়া ছিঁড়ে এই আলোড়ন;

বিবিধ অট্টরব পায়ে দলে নিযুত-কোটি পাথারের সাঁতার...
হয়তো বিদ্রোহী অথবা প্রাচীন-অন্ধত্ব উপড়ে উন্মুক্ত নারী,--
হয়তো ক্রোধ অথবা মায়া!

আমাদের নিম্নবিত্ত মায়েরা

রফিকুল নাজিম

বাদলা দিনে আমাদের ঘরে টুপটাপ বৃষ্টির জল পড়ে
জলে ভিজে চুপচুপা হয় ভাঙা ঘর ও নিম্নবিত্তের কপাল
বাদলায় আমাদের মায়ের আঁচল বিস্তৃত ছাতার মত
আমাদেরকে বৃষ্টির জলে ভিজতে দেয়না
বৃষ্টি থামলে মা ভেজা শাড়ি পরে ঘর থেকে জল সরান
অতঃপর মেঝের মাটিতে মা শৈল্পিক আল্পনা আঁকেন।

বাদলা দিনে উঠোনের বুক ও পিঠ জলে ভিজে যায়
পিচ্ছিল সেই উঠোনে হোঁচট খেলে ব্যথা পাবো বলে
আমাদের মা উঠোন থেকে অনবরত জল সরান।
তারপর আমাদের জলমগ্ন উঠোনেও একদা রৌদ্র হাসে।

একদিন আমাদের মা শীতের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন
তারপর আমাদের ঘরের দাওয়ায় বসেন মা
ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে কাঁথা সেলাই করেন
সুই-সুতা দিয়ে সেই কাঁথায় ফুটিয়ে তুলেন অনন্য মায়াকাব্য
আমরা শীতে সেই কাঁথার ভেতর উম খুঁজি; খুঁজে পাই
শীতে আমরা বেশ ভালোই থাকি।

আমাদের মা- গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ছাতার মত
আমাদের মা- তুমুল শীতে উষ্ণতা ছড়ানো সেই কাঁথার মত,
আমাদের মা আমাদেরকে তার উমে রাখে; মায়ায়।
ছয় ঋতুতেই আমরা আমাদের মায়ের কোলে ভালো থাকি।

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

- Goat $300
- Lamb $270
- Beef $350
- Whole lamb 6 way cut $210

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2023
Year-15
30

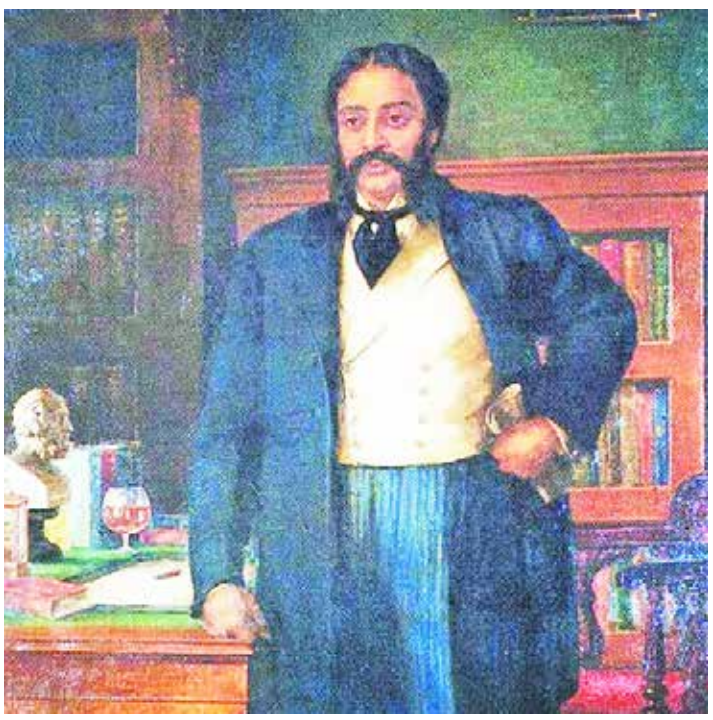

আমি খুঁজে ফিরি তোমায়
বেলাল মাসুদ হায়দার

আমি এখনো খুঁজে ফিরি তোমায়
খুঁজে ফিরি আকাশের তারায় তারায়-
নীল আকাশের সীমাহীন উদারতায়।

খুঁজে ফিরি উন্মত্ত সাগরের ঢেউয়ে
সৈকতে আছড়ে পরা অবিশ্রান্ত জলধারায়
খুঁজে ফিরি রজনীগন্ধার এক গুচ্ছ ফুলে-
শুভ্র স্নিগ্ধ মনকাড়া সৌরভে ভুলে।

খুঁজে ফিরি দখিনা সমিরনে কান পেতে
মধুর সুললিত কণ্ঠের ধ্বনি শুনতে।
খুঁজে ফিরি হৃদ স্পন্দনের প্রতিটি ছন্দে-
তোমার সুখ স্পর্শের অকৃত্রিম আনন্দে;
আমি এখনো তোমায় খুঁজে ফিরি।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিল-শকুন উড়ছে শুধু, আকাশময় জুড়ে।
মৃত্যু আর যন্ত্রণা, ঐ দেখা যায় দূরে।
বাপের দেহে মাথা খুঁড়ে, মরছে আমার মা
আকাশ তলে কাক উড়ছে, করছে কা-কা।

কতো শত বুলেট লাগে, ভাই-বোনেদের গায়ে
বাড়ি ঘরে আঘাত হানে, শত বোমার ঘায়ে।
এমন যুদ্ধ নাই বা হলো, মানব সমাজ মাঝে
মুখোশধারী মানুষের মানবতা কি সাজে?

স্কুল- কলেজ বন্ধ হলো, আগুন বাজার হাট
মানুষজনের নেইকো দেখা, ফাঁকা রাস্তা- ঘাট।
অনাহার, মহামারী, ছড়িয়েছে চারদিক
চোখের জলে নদীর স্রোত, করছে চিক চিক।

হাসপাতাল, নার্সিং হোমে, জমছে মৃতের রাশি
কান্না ছাড়া জীবন থেকে, হারিয়ে গেছে হাসি।
এমন যুদ্ধ নাই বা হলো, মানব সমাজ মাঝে
মুখোশধারী মানুষের মানবতা কি সাজে?

উড়ছে কত যুদ্ধ বিমান, বিকট শব্দ করে
শত শত বোমার ঘায়ে, গ্রামবাসীরা মরে।
এরই মধ্যে বাঁচে যারা, তাদের আশাও ক্ষীণ
মনে- প্রাণে বাঁচাতে চায়, বলছে রাত দিন।

দেশে দেশে যুদ্ধ করে, কিবা হবে ফল
মানুষ হয়ে মানুষ মারে, এমন তাদের ছল।
এমন যুদ্ধ নাই বা হলো, মানব সমাজ মাঝে
মুখোশধারী মানুষের মানবতা কি সাজে?

শ্মশান ঘাটে মরার লাইন, স্তুপাকৃতি দেহ
প্রাণটা বুঝি গেল এবার, মরার লাইনে সেও।
নারী শিশু হা-হাকারে, ধরণী যেন কাঁপে
তাদের দেখার নেইতো কেহ, এমন যুদ্ধ চাপে।

মরছে মরুক যত মানুষ, এই যুদ্ধ কাজে
যুদ্ধ জয় পণ করেছে, যতো সৈন্য সাজে।
এমন যুদ্ধ নাই বা হলো মানব সমাজ মাঝে
মুখোশধারী মানুষের মানবতা কি সাজে?

ফিরে এসো মধুসূদন
আমির হোসেন মিলন

নাবালক ভাবনাটা হামাগুড়ি দিচ্ছে
পৃথিবীর এ পিট থেকে ওপিঠ
শতাব্দীর সেরা অন্ধকার
আমার অস্তিত্ব গিলে খায়
তখন মাটির শরীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে

জলের প্রচ্ছদে আঁকা তোমার রংধনু ছবি
এই শরতের বৃষ্টিতে ভিজে দেখো কেমনে
জবজবে হয়ে আছে

নিঃশ্বাসের দ্যূতিতে লিখে গেলে শব্দের মহাসম্ভার
এই শব্দ সম্ভার ইচ্ছে খেয়ায় ভেসে বেড়ায়
নগর থেকে নগরে

রৌদ্রবিজ থেকে তুলে আনা কবিতার ভাষা
আজ পৃথিবী রাঙিয়েছে

তুমি দেখবে এসো
ভোরের সাদা মেঘের ওড়াউড়ি
আর স্বচ্ছ জলে হরেক রকম
মাছের লেজ দোলানো নাচ

হে কবি
তুমি আসো না তাই দুঃখ বাড়ে রোজ
তুমি কি দেখেছ
তোমার সৃষ্টি ভালোবাসার আকাশ ছুঁয়েছে

সাহিত্যের নির্ভরতা আর সনেটের কথা
তুলির আঁচড়ে রঙ ছড়ায়

বিশ্ব মানবতার মসনদে তোমার রচিত কথারা
প্রতিদিন নতুন সূর্যের ক্যানভাসে ফোটায় শব্দের খই
এই সবুজ বাংলার বুকে চাষ করা শিক্ষার আলো
তোমার রোদে পুড়ে ডাকছে
ফিরে এসো মধুসূদন ফিরে এসো

অবশেষে
আয়শা সাথী

গতিময় বিচিত্র মানব জীবন
প্রত্যহ সমস্যা নামক আগন্তুকের বিচরণ,
একটির মুখোমুখি দাঁড়াই তো
অন্যটি উঁকি দেয় জানালায়,
অনবরত তাড়িত, তবু অটল যাপিত আঙিনায়।

বাস্তুহারা কষ্টগুলো খোলস পালটে
নব রূপে পুনর্বাসন গড়ে জীবনে,
হারিয়েও ফিরে ফিরে আসে বারংবার!
যাযাবর দুঃখগুলো নতুন রঙের
প্রলেপ মেখে নতুন আঘাতে
স্থায়ী ঘা জমাতে শুরু করে নির্বিচার।

'সমাধান একদিন হবে'
এমন ভাবনার আচ্ছন্নতায়
একদিন নিজেরাই মিলিয়ে যাই বিলীনতায়!
সবকিছু ঠিক হয়ে যাবার
যে আকাঙ্খিত দিনটার গণনা
তবু ভুল করেও জীবনে আসে না।
যদিও আসে, তবে যার তরে অধীর প্রতীক্ষায়,
সেই প্রতিক্ষীত জনই চিরতরে হারিয়ে যায়!

অবশেষে...
কিছুই ঠিক হয়ে যায় না,
যেতে পারে না!
বরং বাস্তবতা মেনে নিজেকেই
সাজিয়ে নিতে হয় আপন রচনা।

মা ও ঈশ্বর
আজিবুল সেখ

যখন খিদের জ্বালায় ঘুমিয়ে পড়ি
তখন আমার উঠোন জুড়ে ঈশ্বর নামে,
মা উনুনে আগুন জ্বালায়
ভাত ফোটে
ভাতের মায়াবী গন্ধে আমার ঘুম ভাঙে।
মা আদর করে হাসিমুখে ডাকে-
"খোকা ওঠ"
মায়ের হাসি বদনে
আমি ঈশ্বর খুঁজে পাই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

অন্ধের যষ্টি
আশীষ কুমার বিশ্বাস

অন্ধের যষ্টি ঠক ঠক করে
ঠক ঠক শব্দে সে পথ যে চলে।

ঠক ঠক শব্দে চলার গতি
এক পা, দু'পা বাড়ায়, দেয় অনুমতি।

অন্ধ জনে আলো পায়, শুষ্ক সে লাঠি
ছন্দবদ্ধ হয়, চলার পরিপাটি।

লাঠির আঘাতে যদি শব্দ না পায়
অন্ধজন থেমে যায়, মনে আসে ভয়!

আঘাত আঘাতে আসে নতুন জীবন
সংগ্রাম জীবন তাঁর, জয় করে মরণ।

যষ্টি কে সাথী করে চড়াই- উৎরাই
ঠক ঠক শব্দেই উৎসাহ পায়।

নতুন বছর
ইলিয়াছ হোসেন

পুরান বছর বিদায় নিয়ে
নতুন বছর এলো,
সবাই এখন হিসেব কষছে
সেই বছর কি পেলো।

কেউ হেলায় কাটিয়েছে দিন
কর্মের দেয়নি দাম,
কেউবা উত্তম কর্ম করে
পেয়েছে খুব নাম।

কারো ঘরে ছিলো শান্তি
সারা বছর জুড়ে,
কারো দিন কেটেছে কষ্টে
যে জন ছিলো কুড়ে।

নতুন বছর নতুন রূপে
সবাই শুরু করি,
পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে
সুখের জীবন গড়ি।

পলাতকা সময়ের হাত ধরে
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আজ আবার একটা তরতাজা প্রেম এইমাত্র বাসি হলো,
এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নতুন প্রেমিকা,
আমিও স্মিতহাস্যে ওদের অদল-বদল করে নিয়েছি;
যেভাবে অদলবদল হয় নতুন-পুরাতন লাল-নীল
কোর্তা ঠিক ঠিক সেভাবে; তবে এবার সে ধরা খেয়েছে,
ধরা খেয়েছে পলাতকা বেদুইন বেদিল সময়ের হাত ধরে!

বলছি না গেলো বছরটা জলে গেল, একটাও পাণ্ডুলিপি
প্রস্তুত হয়নি, কবিও কবিতার মতো আমিও বর্ণবাদের শিকার;
অবশ্য বড়ো প্রেমের কাছে বুক আর পিঠ এদের কোনোটাই
কম বা অতিমুল্য নয়; ফেসবুকে
কবিতার এত প্রসব দেখে কোন এক বেরসিক পাঠক
মাথাটাই কেটে দিলে, পরে কিছু হিসেব-নিকেশ করে দেখলাম,
এই তো বেশ বেঁচে আছি বজায় আছে ঠাট
না হয় ভুলে গেছি দু'একটি অবুঝ নামতার পাঠ...!!

আমরাও না হয় রোজই একটু একটু করে বদলে যাবো
যেমন করে খোলস বদলে ডোরাও কাল কেউটে হয়
আমরাও বদলে যাবো তেমন করে অথবা
অক্টোপাস হবো, পলাতকা বেরহম সময়ের হাত ধরে!

নীতিহীন রীতি
নবী হোসেন নবীন

যার পেটে ক্ষুধা নেই তারে দাও ঢেলে
ক্ষুধায় কাতর জনে দেখে চোখ মেলে।
যার ঘরে জামা-শাড়ি আছে কাঁড়ি কাঁড়ি
ঈদ এলে ফের তারে দাও নয়া শাড়ি।

ছিন্ন বস্ত্র পরে যার লজ্জা ঢাকা দায়
তারে দেখে বস্ত্র যেন নিজে লজ্জা পায়।
যার টাকা ভুরি ভুরি তারে দাও ধার
যার নেই কানাকড়ি তারে তিরস্কার।

যার মুখে হাসি আছে তারে করো খুশি
বুকে যার ব্যথা আছে তারে মার ঘুসি।
বাঁকা চোখে ছবি এঁকে পরাও কাজল
ভেজা চোখে ছুঁড়ে দাও কটু নোনা জল।

ধনীর গোলায় ধন উড়ে এসে পড়ে
চাইলেও আসে না ধন গরীবের ঘরে।
ধনীর সাথে ধনের সদায় সদ্ভাব
গরীবের চির সাথী অসীম অভাব।

সাগরের জল যায় সাগরের বুকে
মেঘ কেঁদে বৃষ্টি ঝরে সাহারার শোকে।
ধূসর মরু সাহারা চিরদিন মরু
জন্মে নাতো তার বুকে সুশোভিত তরু।

বস্তি সমাজ
ফজিলা খাতুন

বস্তি সমাজ নিয়ে ভাবিয়েছি সারারাত্র
হাহাকারে অন্ধকারে ডুবে আছে তারা সর্বত্র।
বস্তি সমাজ যেন হয়েছে ঘর ছাড়া
অন্ন বস্ত্রে তারা হয়েছে সর্বহারা।
অসহায় জীবন যাপনে হয়েছে অভ্যস্ত
দুঃখ তাদের দেখেনি কেউ মিছে কর্মব্যস্ত।
চোখের জলে ভাসে বুক পথের কোণে বসে
বিলাসবহুল নানান রকম চোখের সামনে ভাসে।
আপনজনের বাঁধন ছেঁড়া
একা জীবন দিশেহারা,
ছিন্নমূল জীবন শুধু ব্যথায় ভরা।
সমাজের কাছে পেল শুধুই অবহেলা
অনাহারে যায় দিন বোঝে নাহি বেলা।
সন্তান তাদের কষ্টে হয়ে যায় অপরাধী
নিকৃষ্ট সমাজ বোঝেনা দেয় উচ্চশাস্তি।
এ কেমন জীবন খোদা করলে তাদের দান
করো তুমি মেহেরবানী, বাঁচাও তাদের প্রাণ।

শান্তির বাতাবরণ
নুশরাত রুমু

এক বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে
নতুন দিনের মানুষ খুঁজি,
যার গোলাপি ত্বকের সজীবতায়
মুখরিত হবে বিমুগ্ধ আত্মা।
অতলান্ত সমুদ্র থেকে অজেয় মনোবল নিয়ে
যার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হবে অন্ধকার জগৎ।
স্বপ্নীল দেবলোকের স্বর্গীয় বাতাসে
অফুরন্ত প্রাণরস পাবে,
আজন্ম ছন্নছাড়া জীবন।
যেখানে থাকবে না তিক্ততা
থাকবে না পাপ- পূণ্যের দ্বন্দ্ব।
মৌলিক অবক্ষয়ের প্রতিকৃতিও
মুছে যাবে সৃষ্টির আনন্দে!
জীবনের অনন্ত গতি অবরোধ করে যে অতৃপ্তি...
তা অবলুপ্ত করবে শান্তির বাতাবরণ।
আদিম রুক্ষতা মুছে তাকে নিয়ে
অমৃতলোকে যাত্রা করব অন্তিম ক্ষণে।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, February-2023, Volume-15, No-02 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

EXTRA CRISPY CHICKEN-LAKEMBA

FRESH

HAND SLAUGHTERED
HALAL CHICKEN

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায়

Wednesday	11am–12:30am
Thursday	11am–12:30am
Friday	11am–02am
Saturday	11am–02am
Sunday	11am–12:30am
Monday	11am–12:30am
Tuesday	11am–12:30am

হাতে জবাই করা মুরগি!

FUNCTION ROOM
UPSTAIRS FOR
PROGRAMS

TASTE NO COMPROMISE!

Address: 153 Haldon St, Lakemba NSW 2195. Mbl: 0432 180 247

BEST HOMEWARE & LIVING

RIZVIERA™
Your comfort is our priority

ITALIAN DESIGN AUSTRALIAN BRAND
DESIGNED FOR MODERN AUSTRALIAN HOME

(02) 9533 5332 or 0404 972 222
sales01@besthomeware.com.au
sales02@besthomeware.com.au
1A/ 61 Norman street Peakhurst, NSW 2210

02 9533 5332

OUR PRODUCTS

- Mirror
- Wall Mixer
- Taps
- Kitchen Mixer
- Shower Set
- Kitchen Sink
- Bathroom Accessories
- Basins
- Bathtub
- Toilet
- Floorboard
- Vanities

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায়

WEBSITE: WWW.BESTHOMEWARE.COM.AU